খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.)
১৫০তম জন্মবার্ষিকী উদযাপন

আহ্ছানিয়া মিশন বার্তা

বর্ষ ৪৫ ■ সংখ্যা ২ ■ এপ্রিল-জুন ২০২৩

কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষায় মিশনের অগ্রযাত্রা

রোহিঙ্গাদের দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণের মাধ্যমে জীবনমান উন্নয়নের উদ্যোগ গ্রহণ

মিশন বার্তার

নতুন যাত্রা শুভ হোক

আহ্ছানিয়া মিশন মেডিকেল কলেজ

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন এর একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান ও
আহ্ছানিয়া মিশন ক্যান্সার এন্ড জেনারেল হাসপাতাল এর একটি সহযোগী প্রতিষ্ঠান

সরকারী অনুমোদন প্রাপ্ত এই মেডিকেল কলেজে আন্তর্জাতিক মানের চিকিৎসা-শিক্ষা প্রদানের অঙ্গীকার নিয়ে এ বছর শিক্ষা কার্যক্রম শুরু হয়েছে।

প্লট-৩, এম্ব্যাংকমেন্ট ড্রাইভওয়ে, সেক্টর-১০, উত্তরা, ঢাকা-১২৩০

Hotline : 10617, E-mail: info.ammcu@gmail.com, Web: www.ammch.edu.bd, /ahsaniamedicalcollege

আহ্ছানিয়া
মিশন বার্তা

বর্ষ ৪৫ ❑ সংখ্যা ২ ❑ এপ্রিল-জুন ২০২৩

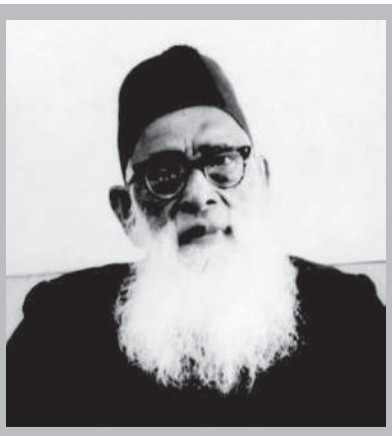

খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.)
১৮৭৩-১৯৬৫
প্রতিষ্ঠাতা
ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন

সম্পাদকের দপ্তর থেকে

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের প্রতিষ্ঠাতা হজরত খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.)-এর ১৫০তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ২০২৩ সালের প্রতিমাসে আলোচনা সভা, মিলাদ মাহফিল, বৃক্ষরোপণসহ বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করে যাচ্ছে। এছাড়া নলতা কেন্দ্রীয় আহ্ছানিয়া মিশন এবং অন্যান্য শাখা মিশনও এ উপলক্ষ্যে বছরব্যাপী ভিন্ন ভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

দেশের সাধারণ শিক্ষার পাশাপাশি কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা জাতীয় উন্নয়নে ও বেকার সমস্যা দূরীকরণে একটি অন্যতম মাধ্যম হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। কারিগরি শিক্ষায় প্রশিক্ষিত ব্যক্তিদের চাকরির আশায় অপেক্ষা করতে হচ্ছে না। চাকরি না পেলেও স্বকর্মসংস্থান হচ্ছে দ্রুত। শুধু তাই নয়, দেশের বাইরেও এই প্রশিক্ষিত জনবলের চাহিদা রয়েছে অনেক। ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন বিষয়টির গুরুত্ব অনুধাবন করে রাজধানীসহ দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলগুলোতেও বিভিন্ন ট্রেডের মাধ্যমে প্রায় তিন দশক ধরে অদক্ষ জনগোষ্ঠীকে কারিগরি শিক্ষায় দক্ষ করে গড়ে তুলছে। পাশাপাশি তাদের কর্মসংস্থানেরও ব্যবস্থা করে দিচ্ছে। এবারের প্রচ্ছদ সাজানো হয়েছে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের এই ভিন্নধর্মী কার্যক্রম নিয়ে।

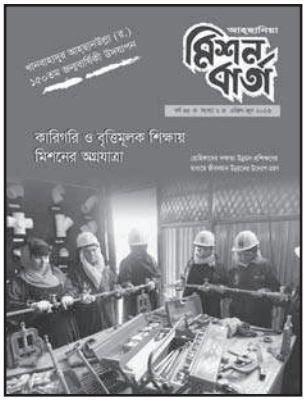

এদিকে দুস্থ নারী ও পরিত্যক্ত শিশুদের আবাসকেন্দ্র ও মাতৃস্নেহে জীবনের মৌলিক অধিকারগুলো প্রাপ্ত হয়ে বেড়ে ওঠার সুযোগ করে দিচ্ছে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠান 'কানন'। এই কেন্দ্রে বিভিন্নভাবে পরিত্যক্ত ০-৫ বছর বয়সী শিশুদের আশ্রয়স্থল। সাথে অসহায় ও দুস্থ নারীরা তাদের জীবনের একটি অংশ পার করছে এখানে। এ নিয়ে এবারের সংখ্যায় থাকছে একটি বিশেষ প্রতিবেদন।

মিরপুরে আহ্ছানিয়া মিশন ক্যান্সার হসপিটালে সায়েন্টিফিক কনফারেন্স, রমজানে দরিদ্র্যদের মাঝে খাদ্যসামগ্রী বিতরণ, শিক্ষা কর্মসূচির শ্রেষ্ঠ ইউসিএলসি ও শিক্ষক সম্মাননা ২০২৩ প্রদান ও এপ্রিল-জুন ২০২৩-এ ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের সাথে ওতোপ্রোতভাবে সম্পৃক্ত কয়েকজনের চিরবিদায়সহ নিয়মিত প্রকাশনার অংশ হিসেবে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, জীবন-জীবিকা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের নিয়মিত কার্যক্রমের খবরগুলো সন্নিবেশিত হয়েছে।

এবারের সংখ্যা পাঠকদের এপ্রিল-জুন ২০২৩ কার্যক্রম সম্পর্কে একটি সম্যক ধারণা প্রদান করবে।

সম্পাদক
কাজী রফিকুল আলম

নির্বাহী সম্পাদক
প্রফেসর ড. কাজী শরীফুল আলম

সম্পাদনা পরিষদ
কাজী আলী রেজা
মো. সাইফুল ইসলাম

গ্রাফিক্স ডিজাইন
মো. আমিনুল হক

মূল্য
২৫ টাকা মাত্র

সূচিপত্র

প্রতিবেদন ৩
খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.) ১৫০তম
জন্মবার্ষিকী উদযাপন

প্রচ্ছদ কাহিনী ৪-৭
কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষায় মিশনের অগ্রযাত্রা
মো. আব্দুছ ছাদেক

প্রতিবেদন ৮-১৫
স্বাস্থ্য ১৬-১৯
মতামত ২০
শিক্ষা ২১-২৫
মানবাধিকার ২৬-২৭
বিবিধ ২৮-২৯

১২
দুঃস্থ নারী ও পরিত্যক্ত শিশুদের ছায়া
দিচ্ছে কানন

১৫
কর্মী থেকে সফল উদ্যোক্তা চট্টগ্রামের
মজিবুর, তামজিদ হাসান তুরাগ

২৩
শিক্ষা কর্মসূচির শ্রেষ্ঠ ইউসিএলসি ও
শিক্ষক সম্মাননা ২০২৩ প্রদান

২৭
আহ্ছানিয়া মিশন শিশুনগরীতে পবিত্র ঈদ উদ্‌যাপন

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন
বাড়ি-১৯, সড়ক-১২, ধানমন্ডি আবাসিক এলাকা, ঢাকা-১২০৯
থেকে কাজী রফিকুল আলম কর্তৃক প্রকাশিত এবং
শব্দকলি প্রিন্টার্স, ৭০ বিশ্ববিদ্যালয় মার্কেট, কাঁটাবন, ঢাকা-১০০০ থেকে মুদ্রিত।

ফোন : ৪১০২০২৬১, ৪১০২০২৬৩-৫
ই-মেইল : dam.bgd@ahsaniamission.org.bd
ওয়েবসাইট : www.ahsaniamission.org.bd

খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.) ১৫০তম জন্মবার্ষিকী উদযাপন

খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.) -এর ১৫০তম জন্মবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষ্যে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে ২০২৩ সালের ১২ মাসে ১২টি সেমিনার অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

এরই ধারাবাহিকতায় এপ্রিল, মে ও জুন মাসে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের ৩টি প্রতিষ্ঠান আলাদা আলাদাভাবে ইফতার ও দোয়া মাহফিলের আয়োজন করে।

আরবান প্রাইমারি হেলথ কেয়ার সার্ভিস ডেলিভারী প্রকল্প

৫ এপ্রিল ২০২৩ ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন স্বাস্থ্যসেক্টর পরিচালিত আরবান প্রাইমারি হেলথ কেয়ার সার্ভিস ডেলিভারী প্রকল্প (ডিএনসিসি পিএ ৩)-এর আয়োজনে মিরপুরস্থ মাতৃসদনের সভা কক্ষে খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.)-এঁর জীবন ও কর্ম বিষয়ক ভিডিওচিত্র প্রদর্শনী ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.) এঁর জীবনী সম্পর্কে আলোচনা করেন স্বাস্থ্য ও ওয়াশ সেক্টরের পরিচালক ইকবাল মাসুদ উপ-পরিচালক মোখলেছুর রহমান। মিশনের সভাপতি কাজী রফিকুল আলমের সভাপতিত্বে সহকারী পরিচালক ডা. নায়লা পারভিন সভা পরিচালনা করেন। এসময় স্বাস্থ্যসেক্টর ও প্রকল্পের কর্মকর্তাবৃন্দসহ গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

উক্ত ইফতার ও দোয়া মাহফিলের সার্বিক ব্যাবস্থাপনায় ছিলেন প্রকল্পের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাবৃন্দ।

আহ্ছানিয়া ইনস্টিটিউট অব সূফীজম

১৮ মে ২০২৩ বৃহস্পতিবার, রাজধানীর ধানমন্ডিস্থ ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের অডিটরিয়ামে অনুষ্ঠিত এই সেমিনারটি আয়োজন করে আহ্ছানিয়া ইনস্টিটিউট অব সূফীজম।

সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গ্লোবাল ইউনির্ভাসিটির ভিসি প্রফেসর ড. মো. আনিসুজ্জামান। আলোচনা করেন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের ভাইস প্রেসিডেন্ট প্রফেসর ড. গোলাম রহমান, প্রফেসর ড. আবু তৈয়ব আবু আহমদ ও প্রফেসর ড. কাজী শরীফুল আলম। সভাপতিত্ব করেন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের প্রেসিডেন্ট কাজী রফিকুল আলম।

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের ভাইস প্রেসিডেন্ট প্রফেসর ড. গোলাম রহমান বলেন, নলতা স্কুলে একবার খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা রৌপ্য পদক পেয়েছিলেন। তা তিনি শিক্ষককে উপহার হিসেবে দিয়েছিলেন।

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের ভাইস প্রেসিডেন্ট প্রফেসর ড. আবু তৈয়ব আবু আহমদ বলেন, দেখতে দেখতে ১৫০ বছর চলে গেছে, কিন্তু এখনও আমরা পীর কেবলা হজরত খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লাকে স্মরণ করি। তিনি ঐ আমলে সুশিক্ষিত লোক ছিলেন।

প্রধান অতিথি প্রফেসর ড. মো. আনিসুজ্জামান বলেন, খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.) একবিংশ শতাব্দীর পীর ছিলেন। ইচ্ছা করলেই কেউ অলি-আউলিয়া হতে পারে না।

আহ্ছানউল্লা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

আহ্ছানউল্লা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.)-এঁর জন্মসার্ধশতবার্ষিকী (১৫০তম) উদযাপন উপলক্ষ্যে বৃহস্পতিবার, ২৫ মে ২০২৩ আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন বিশ্ববিদ্যালয়ের বোর্ড অব ট্রাস্টিজের চেয়ারম্যান কাজী রফিকুল আলম ও সভাপতিত্ব করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. মুহাম্মদ ফাজলী ইলাহী। বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন বিশ্ববিদ্যালয়ের বোর্ড অব ট্রাস্টিজের ভাইস-চেয়ারম্যান ও ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের ভাইস-প্রেসিডেন্ট প্রফেসর ড. আবু তৈয়ব আবু আহমেদ। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো ভাইস-চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. মো. মাহবুবুর রহমান ও ট্রেজারার প্রফেসর ড. মো. মোস্তাফিজুর রহমান।

বক্তারা হজরত খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.) বর্ণাঢ্য কর্মময় জীবনীর ওপর আলোকপাত করেন। ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের ভাইস প্রেসিডেন্ট প্রফেসর ড. আবু তৈয়ব আবু আহমদ বলেন, খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.) আমাদের জন্য অনেককিছু রেখে গেছেন। তাঁর আদর্শ আমাদেরকে অনুপ্রাণিত করে। এ সময় আরো উপস্থিত ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের বোর্ড অব ট্রাস্টিজের সদস্য ও ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের জেনারেল সেক্রেটারি ইঞ্জিনিয়ার এ. এফ. এম. গোলাম শরফুদ্দিন, বোর্ড অব ট্রাস্টিজের সেক্রেটারি মো. আনোয়ার হোসেনসহ অন্যান্যরা।

আরবান প্রাইমারি হেলথ কেয়ার সার্ভিস ডেলিভারী প্রকল্পে খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.)-এঁর ১৫০তম জন্মবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষে দোয়া ও ইফতার মাহফিল

আহ্ছানিয়া ইনস্টিটিউট অব সূফীজমের আয়োজনে সেমিনার অনুষ্ঠিত

আহ্ছানউল্লা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে সেমিনার অনুষ্ঠিত

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন টিভিইটি সেক্টরের উদ্যোগে কক্সবাজারে প্লাম্বিং ও পাইপ ফিটিং কোর্সে প্রশিক্ষণরত রোহিঙ্গা শিক্ষার্থীরা

কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষায় মিশনের অগ্রযাত্রা

মো. আব্দুছ ছাদেক

‘ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন’ ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে ৭টি কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের মাধ্যমে ১৪টি ট্রেডে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রদান করছে

‘ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন’ দেশীয় ও আন্তর্জাতিক পুরষ্কার ও সম্মাননাপ্রাপ্ত মর্যাদাসম্পন্ন একটি অলাভজনক সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান। উপমহাদেশের বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও সমাজ সংস্কারক খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.) ১৯৫৮ সালে ’ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন’ প্রতিষ্ঠা করেন।

এ সংস্থার মূলনীতি হচ্ছে-‘স্রষ্টার এবাদত ও সৃষ্টের সেবা’। এ মূলনীতিকে সামনে রেখে প্রাথমিক শিক্ষা, সাধারণ শিক্ষা, কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ (Technical and Vocational Education and Training), জীবন-জীবিকা, মানবাধিকার ও সামাজিক ন্যায়বিচার, ওয়াটার, স্যানিটেশন ও হাইজিন, মাইক্রোফিন্যান্স, পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন, দুর্যোগ ঝুঁকি কমানো, স্বাস্থ্য সেবা, শিশু-নারী সুরক্ষা ও উন্নয়ন, আত্মিক উন্নয়নসহ অন্যান্য ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদান অব্যাহতভাবে রাখছে।

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন প্রতিষ্ঠিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে আহ্ছানিয়া মিশন টেকনিক্যাল এন্ড ভোকেশনাল এডুকেশন এন্ড ট্রেনিং (TVET) সেক্টরের অন্তর্ভূক্ত ঢাকা, গাজীপুর এবং যশোরে ৭টি ভোকেশনাল ট্রেনিং ইনস্টিটিটের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

বর্তমানে বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড এবং এনএসডিএ কতৃক অনুমোদনপ্রাপ্ত বিভিন্ন সেক্টরে বেকার ও কর্মহীন যুব নর-নারীদের

ভিটিআই যশোরের পিকেএসএফএর সহযোগিতায় মোবাইল ফোন কোর্সে প্রশিক্ষণরত প্রশিক্ষণার্থীরা

প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে চাকরি ও আত্ম-কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হচ্ছে। এছাড়া বাংলাদেশ সরকার প্রচলিত কারিগরি শিক্ষা ব্যবস্থাকে যুগোপযোগী করার জন্য Competency Based Training & Assessment (CBT&A) সিস্টেমে রূপান্তর করার লক্ষ্যে নানা রকম প্রকল্প ও কর্মসূচি গ্রহণ করছে। সমাজে সনদবিহীন দক্ষ জনশক্তিকে Recognition of Prior Learning (RPL)-এর মাধ্যমে অন্তর্জাতিকমানের সার্টিফিকেট অর্জনের ব্যবস্থা করে আসছে।

বর্তমান সরকার জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (Sustainable Development Goal) অর্জনের লক্ষ্যে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ ব্যবস্থাকে বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করছে। সরকারের এই উদ্যোগকে বেগবান করাসহ বাস্তব প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচনের লক্ষ্যে দেশের অন্যতম বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা 'ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন' ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে ৭টি কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের মাধ্যমে ১৪টি ট্রেডে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রদান করে আসছে। এরই ধারাবাহিকতায় বর্তমানে ঢাকায় ৪টি, গাজীপুরে ২টি এবং যশোরে ১টি আহ্ছানিয়া মিশন ভোকেশনাল ট্রেনিং ইনস্টিটিউটে দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিত স্বল্প শিক্ষিত ছেলে-মেয়েদের আরএমজি, লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং, আইটি ও ইনফরমাল সেক্টরে বিভিন্ন সেক্টরে প্রশিক্ষণ প্রদান করছে। উল্লেখ্য যে, সফলভাবে প্রশিক্ষণ সমাপ্তকারীদের বিভিন্ন কলকারখানা ও সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে চাকরি পেতে ও আত্ম-কর্মসংস্থানে সহায়তা করা হয়। ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের স্ট্র্যাটেজি প্ল্যান ২০১৫-২০২৫ অনুযায়ী টিভিইটি কার্যক্রম মূলতঃ নগর ও পল্লী এলাকার জন্য সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কর্মসূচিকে মুখ্য হিসেবে বিবেচনায় রেখেছে ।

টিভিইটি কর্মসূচির উদ্দেশ্যসমূহ

- অভীষ্ঠ জনগোষ্ঠীর কর্মদক্ষতা জাতীয় দক্ষতামানে উন্নীত করা;
- প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের কাঙ্ক্ষিত কর্মপরিবেশে কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি করা;
- বিদেশে কর্মসংস্থানের উপযোগী আন্তর্জাতিকমানের স্কিল ট্রেনিং কোর্স পরিচালনা করা।

টিভিইটির জন্য টার্গেট গ্রুপ

- বেকার ও আধা-বেকার কিশোর-কিশোরী এবং যুব মহিলা-যুবক;
- অদক্ষ কর্মী;
- শিল্প-কারখানার ছাঁটাইকৃত কর্মী;
- ছোট ও মাঝারী আকারের উদ্যোক্তা;
- মাইক্রোফাইন্যান্স ও অন্যান্য প্রোগ্রামের সদস্যগণ;
- বিদেশগামী ও বিদেশ থেকে ফেরত কর্মীবৃন্দ এবং
- কর্মহীন নারী পুরুষ।

টিভিইটি বিভাগের অবকাঠামো এবং প্রশিক্ষণ সুবিধাসমূহ

- সার্টিফিকেট লেভেল কোর্সের ও RPL-এর জন্য ভোকেশনাল ট্রেনিং ইনস্টিটিউট;
- এলাকাভিত্তিক পল্লী ভোকেশনাল ট্রেনিং সেন্টার এবং
- কর্মক্ষেত্রভিত্তিক প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা।

ডাম-টিভিইটি সেক্টরে নতুন আলোকে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা

1. আহ্ছানিয়া মিশন ভোকেশনাল ট্রেনিং ইনস্টিটিউট, মিরপুর, ঢাকা।
2. আহ্ছানিয়া মিশন ভোকেশনাল ট্রেনিং ইনস্টিটিউট, ভেকুটিয়া, যশোর।
3. আহ্ছানিয়া মিশন সৈয়দ সাদাত আলী

রাজধানীর পল্লবীতে বিউটিফিকেশন কোর্সে আরপিএল সনদ প্রদান অনুষ্ঠিত

মেমোরিয়াল এডুকেশন অ্যান্ড ভোকেশনাল ট্রেনিং সেন্টার, শ্যামলী, ঢাকা।

4. আহ্ছানিয়া মিশন ভোকেশনাল ট্রেনিং ইনস্টিটিউট, গাজীপুর।
5. আহ্ছানিয়া মিশন ভোকেশনাল ট্রেনিং ইনস্টিটিউট, বোর্ডবাজার, গাজীপুর।
6. আহ্ছানিয়া মিশন ভোকেশনাল ট্রেনিং ইনস্টিটিউট, পল্লবী, ঢাকা।
7. ডা. কে. এ. মনসুর আহ্ছানিয়া মিশন ভোকেশনাল ট্রেনিং ইনস্টিটিউট, আশুলিয়া, ঢাকা।

টিভিইটি প্রতিষ্ঠানসমূহে চলমান কোর্সের নাম, প্রশিক্ষণ মেয়াদ এবং আসন সংখ্যা

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন প্রতিষ্ঠিত সাতটি ভোকেশনাল ট্রেনিং ইনস্টিটিউটে ২/৩ মাস মেয়াদি (৩৬০ ঘণ্টা) বর্তমানে ১৪টি ট্রেড কোর্সে স্বঅর্থায়নে এবং বিভিন্ন প্রকল্প সহায়তায় স্কিল ডেভেলপমেন্ট ট্রেনিং সার্ভিস প্রদান করা হচ্ছে। চলমান ট্রেড কোর্সগুলোর নাম- ইলেকট্রিক্যাল হাউজ ওয়্যারিং, জেনারেল ইলেকট্রনিক্স, মোবাইল ফোন সার্ভিসিং, সার্টিফিকেশন ইন বিউটিফিকেশন, ড্রেস মেকিং এন্ড টেইলারিং, ইন্ডাস্ট্রিয়াল সুয়িং মেশিন অপারেশন, সুয়েটার লিংকিং মেশিন অপারেশন, মেশিন অ্যামব্রয়ডারি, কারচুপি ফিটিং, প্লাম্বিং অ্যান্ড পাইপ ফিটিং, রড বাইন্ডিং, ওয়েল্ডিং অ্যান্ড ফ্যাব্রিকেশন, লেদার অ্যান্ড জুট ক্র্যাফট, বাঁশ-বেত ও কাঠ উপকরণ তৈরি ও মেরামত, গ্যাস স্টোভ মেরামত, সোলার প্যানেল রিপেয়ারিং ইত্যাদি।

- বর্তমান ভোকেশনাল ট্রেনিং ইনস্টিটিউটসমূহে প্রশিক্ষণমান বৃদ্ধিকল্পে বিদ্যমান সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠান ও প্রশিক্ষকদের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য বাস্তবভিত্তিক কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।
- কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের সম্প্রসারণ করার জন্য 'ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন' পরিচালিত ভোকেশনাল ট্রেনিং ইনস্টিটিউট সংখ্যা আরো বৃদ্ধি করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। সে লক্ষ্যে জামালপুর, পঞ্চগড়, রাজশাহী, কুস্টিয়া, সাতক্ষীরা, খুলনা, চট্টগ্রাম ও শেরপুরে একটি করে ভোকেশনাল ট্রেনিং ইনস্টিটিউট স্থাপনের পরিকল্পনা নেয়া হয়েছে।
- ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন সংশ্লিষ্ট ও টিভিইটি সম্পর্কিত সকল প্রতিষ্ঠান একত্রিতভাবে টিভিইটি বিভাগের আওতায় সমন্বয়পূর্বক কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়।
- টিভিইটি সম্পর্কিত সকল প্রতিষ্ঠানে অনুমোদিত বার্ষিক পরিকল্পনা অনুসারে নিজস্ব কার্যক্রম ও কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হয়।
- টিভিইটি বিভাগের মাসিক সমন্বয় সভা নিয়মিতভাবে প্রতিমাসের ৯ তারিখে অনুষ্ঠিত হয় (সরকারি ছুটি বা অনিবার্য কারণে এই তারিখ পরিবর্তনযোগ্য)।
- টিভিইটি বিভাগের বিস্তারিত কার্যক্রম জনসমক্ষে প্রকাশ ও প্রচারণার জন্য একটি পুস্তিকা (Brochure) প্রণয়ন করা হয়েছে।
- বাস্তবভিত্তিক বিভাগীয় 'কর্ম-পরিকল্পনা' প্রণয়ন করে টিভিইটি বিভাগের সকল কার্যক্রম ও কর্মসূচি সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়ন করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।
- টিভিইটি সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোর

কক্সবাজারে রোহিঙ্গা ক্যাম্পে প্রশিক্ষণে কর্মরত প্রশিক্ষণার্থীরা

রাজধানীর মিরপুরে স্ব-উদ্যোগী দাতা আহমেদ আহ্ছানুল মনির প্রশিক্ষণ শেষে প্রশিক্ষাণার্থীদের সাথে মতবিনিময় করছেন

কার্যক্রম ও কর্মসূচি সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্য প্রতিষ্ঠানভিত্তিক একটি করে ইনস্টিটিউশনাল ডেভেলপমেন্ট প্ল্যান প্রণয়ন করা হয়।

রোহিঙ্গাদের দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণের মাধ্যমে জীবনমান উন্নয়নের উদ্যোগ গ্রহণ

কক্সবাজারে উখিয়া ও টেকনাফ উপজেলায় ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন এবং স্টিচিং কর্ডএইড-এর যৌথ উদ্যোগে যুগোপযোগী চাহিদামাফিক বিভিন্ন বিষয়ে দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীদের জীবনমান উন্নয়নে সহয়তা করে আসছে। এতে করে বিভিন্ন আশ্রয়কেন্দ্র/ক্যাম্পে অবস্থানরত রোহিঙ্গাদের আত্ম-কর্মস্থানসহ বিভিন্নভাবে জীবনমান উন্নয়নে কাজ করছে। এপ্রিল ২০২১ থেকে ডিসেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত সময়ে মোট ২,০০০ রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর চাহিদা অনুযায়ী ৪টি কোর্সে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। ইতোমধ্যে ১০০০ রোহিঙ্গাদের প্রশিক্ষণ শেষ হয়েছে এবং আগামী ডিসেম্বর ২০২৩ সময়ে আরো ১,০০০ রোহিঙ্গাদের প্রশিক্ষণ শেষ করা হবে।

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড কতৃক সার্টিফিকেট প্রদানের জন্যে (RPL) কার্যক্রম গ্রহণ

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন প্রতিষ্ঠিত সাতটি ভোকেশনাল ট্রেনিং ইনস্টিটিউগুলোতে সমাজে বিভিন্ন বিষয়ে দক্ষ জনগোষ্ঠীকে রিকগনিশান অব প্রায়র লার্নিং (RPL) প্রক্রিয়ায় তিন দিনব্যপী অরিয়েন্টেশন এবং এসেসমেন্টের মাধ্যমে অংশগ্রহণকারী কম্পিটেন্টদেরকে আন্তর্জাতিকমানের সনদ প্রদান করা হয়। এর ফলে বাংলাদেশের দক্ষ জনসম্পদ দেশে এবং বিদেশে স্বীকৃত সার্টিফিকেটের মাধ্যমে উচ্চ মর্যাদায় চাকরি পেতে সক্ষম হবে। ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন এযাবৎ প্রায় ১৫০০ দক্ষ কর্মীদের (NTVQF Level-1 & 2, Assessor &Traioner Part Level -4) মানের আরপিএল সনদ প্রদান করেছে।

PKSF-SEIP (Tranche-3) প্রকল্পের আবাসিক দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কার্যক্রম আহ্ছানিয়া মিশন ভোকেশনাল ট্রেনিং ইনস্টিটিউট, ভেকুটিয়া, যশোরে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। ৩টি ট্রেডে ইলেকট্রিক্যাল ইন্সটলেশন এন্ড মেইনটেন্যান্স, মোবাইল ফোন সার্ভিসিং এবং ফ্যাশন গার্মেন্টস মোট ২৫০ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। ইতোমধ্যে ২০০জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে এবং বাকী ৫০ জনকে নভেম্বর, ২০২৩-এর মধ্যে শেষ করা হবে।

আহম্মেদ আহসানুল মুনির (ব্যাক্তিগত দাতা) এর উদ্যোগে ঢাকা শহরে ৩টি ভোকেশনাল ট্রেনিং ইনস্টিটিউট ১) আহ্ছানিয়া মিশন ভোকেশনাল ট্রেনিং ইনস্টিটিউট, মিরপুর, ঢাকা। ২) আহ্ছানিয়া মিশন সৈয়দ সাদাত আলী মেমোরিয়াল এডুকেশন অ্যান্ড ভোকেশনাল ট্রেনিং সেন্টার, শ্যামলী, ঢাকা ৩) আহ্ছানিয়া মিশন ভোকেশনাল ট্রেনিং ইনস্টিটিউট, পল্লবী, ঢাকাতে মোট ১৪০ জন প্রশিক্ষণার্থীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে।

ওয়াল্ড ভিশন বাংলাদেশ চট্রগ্রামে ২টি আউটরিচ সেন্টারে ৪০জন প্রশিক্ষণার্থীকে সুইং মেশিন অপারেশন ট্রেডে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে।

রাজধানীর পল্লবীতে স্ব-উদ্যোগী দাতার উদ্যোগে প্রশিক্ষণ শেষে প্রশিক্ষাণার্থীদের মাঝে সনদ বিতরণ অনুষ্ঠান

কর্মজীবী নারী সংস্থার মাধ্যমে বিভিন্ন ট্রেডে মোট ৬০ প্রশিক্ষণার্থীকে ভিটিআই মিরপুর এবং পল্লবীতে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে।

মো. আব্দুছ ছাদেক, টীম লিডার, টিভিইটি সেক্টর,
ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন

খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.)-এঁর 'কর্ম ও জীবন'

অধ্যাপক ড. গোলাম রহমান

খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.) ঊনবিংশ শতাব্দীর একজন শ্রেষ্ঠ ও প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ, শিক্ষা সংস্কারক সমাজহিতৈষী ও তিনি একজন উচ্চ মার্গের আউলিয়া ছিলেন। তাঁর বলিষ্ঠ ভূমিকায় ও অগ্রগামিতায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯২১ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। বাংলার মুসলমানদের ইসলাম ও আধ্যাত্মিক শিক্ষায় শিক্ষিত করতে তিনি শিক্ষার মাধ্যমে গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়নে ব্রতী হন। তিনি অসংখ্য পুস্তক রচনা করেছেন এবং ভক্তদের বাড়ি যথাসাধ্য ভ্রমণ করে তার জীবনের অধিকাংশ সময় ব্যয় করেছেন।

জন্ম

উপমহাদেশের এই অন্যতম শ্রেষ্ঠ মনীষীর জন্ম সাতক্ষীরা জেলার (তদানীন্তন খুলনা জেলা) নলতা শরীফে ১৮৭৩ সালে ডিসেম্বর মাসের কোনো এক শনিবার প্রত্যুষে। তার পিতা মুন্সী মোহাম্মদ মফিজ উদ্দীন ও দাদা মুন্সী মো. দানেশ খুব ধার্মিক, ঐশ্বর্যবান ও দানশীল ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর জীবন পরিক্রমাকে আমরা চার ভাগে মূল্যায়ন করতে পারি:

১। শিক্ষা জীবন-১৮৭৩-১৮৯৫
২। চাকুরী জীবন - ১৮৯৫-১৯২৯
৩। অবসর জীবন - ১৯২৯-১৯৬৫
৪। লেখক জীবন - ১৯০৫-১৯৬৫

তার লেখক জীবন আমরা পাই (সুদীর্ঘ ৬০ বৎসর)

শিক্ষা

খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.) ছিলেন তাঁর পিতামহের একমাত্র পুত্রের জ্যেষ্ঠ সন্তান। ফলে তাঁর শিক্ষার জন্য পিতা ও মাতামহের আপ্রাণ চেষ্টা ও আগ্রহ ছিল। তার বয়স পাঁচ বৎসর পূর্ণ না হতেই প্রাথমিক শিক্ষা শুরু হয়। ১৮৮১ সালে তিনি 'গ-মিতিয়' (বর্তমান দ্বিতীয় শ্রেণির সমমান) পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে একটি রূপার

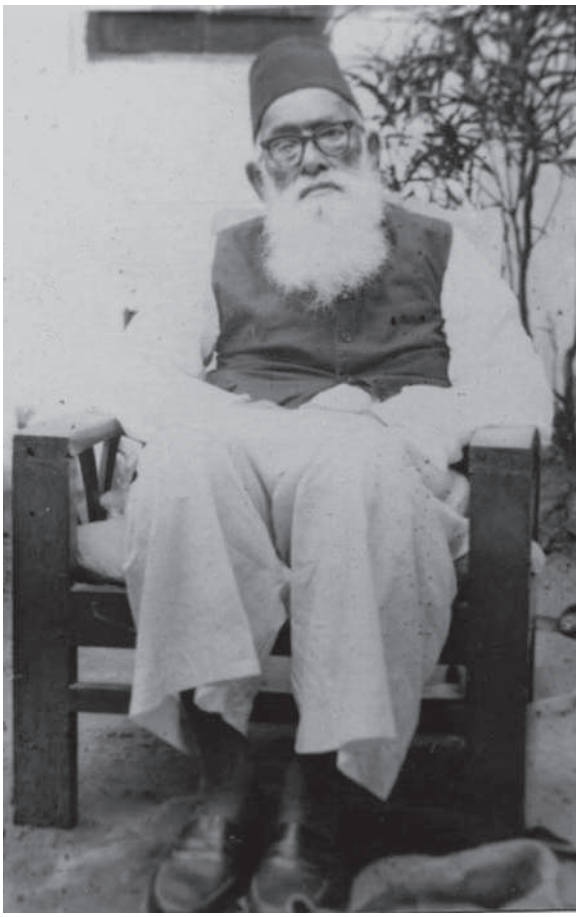

খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.)

মুদ্রা পুরস্কার পান। অতঃপর তিনি ঐ মুদ্রাটি তাঁর শিক্ষককে উপহার দেন। তিনি নলতার মধ্য ইংরেজি বিদ্যালয় হতে ৩য়, ৪র্থ, ৫ম ও ৬ষ্ঠ ভাগ অধ্যয়ন করেন। এরপর তিনি (পশ্চিমবঙ্গে) টাকী গভর্নমেন্ট হাইস্কুলে চতুর্থ (বর্তমান সপ্তম) শ্রেণিতে ভর্তি হন। ১৮৮৮ সালের শেষভাগে ভবানীপুর কলকাতায় লন্ডন মিশন সোসাইটি ইন্সটিটিউশনে সেকেন্ড ক্লাসে (বর্তমানে নবম শ্রেণি) ভর্তি হন এবং এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে ১৮৯০ সালে কৃতিত্বের সাথে এন্ট্রান্স (বর্তমানে এস.এস. সি) পরীক্ষায় পাশ ও বৃত্তি লাভ করেন। তিনি হুগলী কলেজ থেকে ১৮৯২ সালে এফ.এ (বর্তমানে এইচ.এস.সি) এবং ১৮৯৪ সালে কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে সাফল্যের সাথে বি.এ পাশ করেন। ১৮৯৫ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে দর্শন শাস্ত্রে এম.এ ডিগ্রি লাভ করেন।

চাকুরী জীবন

শিক্ষা জীবন সমাপনান্তে শুরু হয় তাঁর চাকুরী জীবন। খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.) ১ আগস্ট, ১৮৯৬ সালে রাজশাহী কলেজিয়েটে স্কুলের 'সুপার নিউমারী' শিক্ষক হিসেবে কাজে যোগদান করেন। তিনি অক্টোবর ১৮৯৬ থেকে মার্চ ১৮৯৭ পর্যন্ত ফরিদপুর জেলার রাজবাড়ী মহকুমার স্কুল সাবইন্সপেক্টর পদে কর্মরত ছিলেন। ১৮৯৭ সালের ১ এপ্রিল তিনি ফরিদপুর জেলার অতিরিক্ত ডেপুটি ইন্সপেক্টর পদে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এক বৎসরের মধ্যেই তিনি পদোন্নতি পান বাকেরগঞ্জ উপজেলার ডেপুটি ইন্সপেক্টর পদে। একাধিক্রমে দীর্ঘ ৭ বৎসর তিনি বরিশালে অবস্থান করেন। ১৯০৪ সালে তিনি Subordinate Educational Service থেকে Provincial Educational Service এ প্রবেশ করেন। তিনিই প্রথম Inspecting Line থেকে Teaching Line এর জন্য মনোনীত হন এবং ১৯০৪ সালে রাজশাহী কলেজিয়েট স্কুল এর Head Master নিয়োগ পান। ১৯০৭ সালে তিনি চট্টগ্রামের ডিভিশনাল ইন্সপেক্টর পদে নিযুক্ত হন। ১ এপ্রিল, ১৯১২ সালে প্রেসিডেন্সী ডিভিশনের Additional Inspector পদে নিযুক্ত হন। ১৯১৯ সালে তিনি আবার চট্টগ্রাম বিভাগের বিভাগীয় ইন্সপেক্টর পদে বদলী হন। চট্টগ্রাম বিভাগে চাকুরীরত অবস্থায় তিনি IES (India Education Service) এ অন্তর্ভুক্ত হন। তিনি ১৯২৪ সালে ১ জুলাই Assistant Director of Public Instruction of Muhammadan Education পদে নিযুক্ত হন। পাঁচ বৎসর অত্যন্ত দক্ষতার সাথে এই দায়িত্ব পালন

করেন। খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.)-এর দীর্ঘ চাকুরি জীবনের সম্পূর্ণটাই কেটেছে শিক্ষা বিভাগে। তার এই দীর্ঘ সময়ের দিনগুলো ছিল বর্ণাঢ্য, পরিশ্রম ও সাফল্যের সমাহার। একজন শিক্ষক থেকে শিক্ষা বিভাগের সর্বোচ্চ পদে আসীন হন। এই সুদীর্ঘ পথ পরিক্রমা ছিল সত্যিই অনন্য। অফিসের প্রতিটি দায়িত্ব যথাযথভাবে সম্পাদনা করাকে তিনি ধর্ম পালনের অংশ হিসেবে মনে করতেন। তিনি যখন যেখানে যে দায়িত্বে থাকতেন সে অঞ্চলের শিক্ষা প্রসারের জন্য সার্বিক ও আন্তরিক প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতেন। পাশাপাশি সমাজ সংস্কার তথা সমাজের যথাসাধ্য উন্নয়নের প্রতিও তিনি ছিলেন সচেষ্ট। আধ্যাত্মচর্চা ও আধ্যাত্মিক জীবন-যাপনের প্রতি বাল্যকাল থেকেই তার প্রবল আকর্ষণ খুবই লক্ষণীয়। খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.) বাংলা জাতিসত্ত্বার প্রবক্তা, মুক্তবুদ্ধি ও অসাম্প্রদায়িক চিন্তা-চেতনার ধারক ও বাহক ছিলেন। তিনি বাংলার মুসলিম জাতিসত্ত্বার একজন নিবেদিত পথপ্রদর্শক ছিলেন।

রাজবাড়ীর অতিরিক্ত ডেপুটি ইন্সপেক্টর থাকাকলীন পায়ে হেঁটে তিনি মফস্বলে স্কুল পরিদর্শন করতেন। কখনো কখনো তাঁকে রমজান মাসে প্রায় ২০ মাইল পর্যন্ত হাঁটতে হয়েছে। তিনি রাজশাহীতে অবস্থানকালে মুসলমান ছাত্রদের শিক্ষার প্রয়োজনীয় সুযোগ সুবিধা সৃষ্টি করেন। নানা প্রতিবন্ধকতার মধ্য দিয়ে এবং সংগ্রামের মাধ্যমে মুসলমান ছাত্রদের জন্য তিনি দ্বিতল ছাত্রাবাস 'ফুলার হোস্টেল' প্রতিষ্ঠা করেন।

খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.)-এর চাকুরি জীবনের একটা বর্ণালী অধ্যায় কেটেছে চট্টগ্রাম বিভাগের বিভাগীয় ইন্সপেক্টর পদে। চট্টগ্রামের দায়িত্বভার গ্রহণ করার কিছু দিনের মধ্যেই বিভাগীয় কমিশনারের সুন্দর প্রস্তাব অনুসারে সদরের সরকারি স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসাগুলোর আবশ্যকতা অনুযায়ী স্থান পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের উদ্দেশ্যে একটি কমিটি গঠিত হয়। তিনি ছিলেন সেই কমিটির সেক্রেটারি। এক বৎসরের বেশি সময় ধরে কাজ করে তিনি কমিটির কার্যকরী রিপোর্ট প্রস্তুত করেন। বিভাগীয় কমিশনার তার কাজে সন্তুষ্ট হয়ে দু'টি গ্রেড অতিক্রম করে বেতন বৃদ্ধির জন্য সুপারিশ করেন। চট্টগ্রাম বিভাগের শিক্ষা প্রসারের জন্য তিনি ছিলেন সদা সচেষ্ট ও খুবই আন্তরিক। কতৃপক্ষও ছিল খুবই তার প্রতি আস্থাশীল। এসময় চট্টগ্রাম বিভাগে যে অর্থ ব্যয় হত অন্য সব বিভাগে একত্রে সে অর্থ ব্যয় হত না। তার প্রচেষ্টার ফলে চট্টগ্রাম বিভাগের শিক্ষার উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হয়। খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.) শিক্ষা বিভাগের সহকারী পরিচালক হিসেবে যোগদানের পর পরিদর্শন বিভাগে দক্ষ ও নিষ্ঠাবান কর্মকর্তার অভাব পরিলক্ষিত হয় বলে একটা রিপোর্টে উল্লেখ আছে। তিনি ১৯২৯ সালে চাকুরি থেকে অবসর গ্রহণ করেন।

শিক্ষা সংস্কারক

মহামনীষী খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.)-এঁর শিক্ষা বিভাগের সহকারী পরিচালক হিসেবে নিয়োগপ্রাপ্তি বাংলার মুছলিম ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায় ও মাইলফলক। এই দায়িত্ব

রাজবাড়ীর অতিরিক্ত ডেপুটি ইন্সপেক্টর থাকাকলীন পায়ে হেঁটে তিনি মফস্বলে স্কুল পরিদর্শন করতেন। কখনো কখনো তাঁকে রমজান মাসে প্রায় ২০ মাইল পর্যন্ত হাঁটতে হয়েছে।

প্রাপ্তির মধ্য দিয়ে মুসলিম শিক্ষার উন্নতি ও প্রসারের গুরু দায়িত্ব তার উপর অর্পিত হয়। তিনিও তার মেধা, বুদ্ধিমত্তা ও নিষ্ঠার সাথে গুরু দায়িত্ব পালন করেন। মুসলিম শিক্ষার প্রতিবন্ধকতা ও অনাগ্রহ দূরীকরণে এবং অগ্রগতি সাধনের অনুকূলে উচ্চ পর্যায়ে নীতি নির্ধারণে তার ভূমিকা ছিল অসাধারণ ও অগ্রগণ্য। নতুন দায়িত্বে যোগদানের পরপরই তিনি দীর্ঘদিন ধরে স্থগিত স্কীমসমূহ বাস্তবায়নের আশু পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। কলকাতার মুসলিম ছাত্রদের জন্য একটি স্বতন্ত্র কলেজ প্রতিষ্ঠার দাবি ছিল খুবই যৌক্তিক ও দীর্ঘদিনের। খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.) দায়িত্ব গ্রহণের এক মাসের মধ্যেই মুসলমানদের জন্য একটি স্বতন্ত্র কলেজ প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। তার অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলেই প্রতিষ্ঠিত হয় ইসলামিয়া কলেজ। ইসলামিয়া কলেজ ছাড়াও তিনি বহু স্কুল, কলেজ ও হোস্টেল প্রতিষ্ঠা এবং উন্নয়নের সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। চট্টগ্রামে তারই উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হয় চট্টগ্রাম মুসলিম হাইস্কুল। ১৯২৮ সালে মোছলেম অ্যাংলো ওরিয়েন্টাল গার্লস কলেজ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে তাঁর অবদান প্রশংশনীয়। এছাড়াও তাঁর প্রতিষ্ঠিত স্কুলগুলোর মধ্যে রয়েছে মুছলিম হাইস্কুল, চট্টগ্রাম (১৯০৯), মাধবপুর শেখ হাই স্কুল, কুমিল্লা (১৯১১), রায়পুর কে.সি হাই স্কুল (১৯১২), চান্দিনা পাইলট হাই স্কুল, কুমিল্লা (১৯১৬), কুটি অটল বিহারী হাই স্কুল, ব্রাহ্মণবাড়িয়া (১৯২০), চন্দনা কে.বি হাই স্কুল, কুমিল্লা (১৯২০), চৌদ্দগ্রাম এইচ. জে পাইলট হাই স্কুল (১৯২১) ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

শিক্ষাক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য সংস্কারসমূহ

- তখন বিদ্যালয়ের প্রত্যেক পরীক্ষার খাতায় পরীক্ষার্থীর নাম লেখার রীতি প্রচলিত ছিল। অনেকের মতে কিছুটা সাম্প্রদায়িকতা বিদ্যমান থাকায় হিন্দু ও মুসলিম পরীক্ষার্থীদের মধ্যে পক্ষপাতিত্ব হতো। খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.)-এঁর প্রচেষ্টায় প্রথমে অনার্স ও পরে এম.এ পরীক্ষার খাতায় নামের পরিবর্তে ক্রমিক নং লেখার রীতি প্রবর্তন করা হয়। পরবর্তীতে আই.এ এবং বি.এ পরীক্ষার ক্ষেত্রে পরীক্ষার্থীদের নাম লেখার রীতি ক্রমান্বয়ে রহিত করা হয়।
- সে সময় কিছু হাই স্কুল ও ইন্টারমেডিয়েট মাদ্রাসা থেকে পাশ করে ছাত্ররা কলেজে ভর্তি হওয়ার সুযোগ পেত না। উক্ত মাদ্রাসাগুলোর শিক্ষার মানোন্নয়নের মাধ্যমে খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.) মাদ্রাসা থেকে পাশ করা ছাত্রদের কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির সুযোগ সৃষ্টি করেন।
- তৎকালীন সব স্কুল ও কলেজে তিনি মৌলবীর পদ সৃষ্টি করেন এবং পণ্ডিত ও মৌলভীর বেতনের বৈষম্য রহিত করেন।
- তখন উর্দুকে ক্লাসিক্যাল ল্যাংগুয়েজ হিসাবে গণ্য করা হত না। ফলে পশ্চিমবঙ্গের উর্দু ভাষী ছাত্রদের অসুবিধা হত। তারই প্রচেষ্টায় উর্দু সংস্কৃতির স্থান অধিকার করে।
- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠার খসড়া বিল সিনেটে উপস্থাপিত হলে দারুণ বিরোধ সৃষ্টি হয়। পরে তা বিবেচনার জন্য একটি স্পেশাল কমিটি গঠিত হয়। খানবাহাদুর

আহ্ছানউল্লা (র.) উক্ত কমিটির একজন সদস্য ছিলেন এবং তিনি এর আবশ্যকতা সমর্থন করেন ও বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জোর সুপারিশ করেন।

- সরকার মুসলিম শিক্ষার ভার খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.)-এর হাতে ন্যস্ত করেন। ফলে বহু মক্তব, মাদ্রাসা, মুসলিম হাইস্কুল এবং কলেজ তারই তত্ত্বাবধানে প্রতিষ্ঠিত হয়। এছাড়াও অমুসলিম স্কুলে মুসলিম শিক্ষকের নিযুক্তি এবং অন্যান্য সরকারি বিভাগের মুসলিম কর্মচারী নিয়োগও তখন তার হাতেই ন্যস্ত ছিল।
- এই সুযোগের ফলে তিনি স্বতন্ত্র মক্তব পাঠ্য নির্বাচন ও মুসলিম ছাত্রদের শিক্ষার জন্য একমাত্র মুসলিম লেখকের প্রণীত পুস্তক প্রচলনের নিয়ম প্রবর্তন করেন এবং সরকারের অনুমতি নেন। প্রত্যেক মুসলিম বিদ্যালয়ের বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি হয় এবং প্রত্যেকের জন্য মুসলিম রচিত পাঠ্য পুস্তকের ব্যবহার প্রচলিত হয়। এসময় মখদুমী লাইব্রেরী, প্রভিন্সিয়াল লাইব্রেরি ও পরে ইসলামিয়া লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠা লাভ করে যার ফলে মুসলিম শিক্ষার প্রসার লাভ করে ও সুদূর গ্রামগঞ্জেও এর প্রসার বিস্তার লাভ করে।
- মুসলিম ছাত্রদের জন্য বৃত্তির ধারা নির্দিষ্ট হয়। বিদ্যালয়ের সকল শ্রেণির বৃত্তি বণ্টনের পূর্বে তার মতামত গ্রহণ করা হত।
- মুসলিম লেখকদের পাঠ্যপুস্তক লেখার সুযোগ দেওয়া হয়। তা সরকারি সহায়তায় ও ব্যবস্থায় সমাদৃত হতে থাকে। অল্প সময়ের মধ্যে পুস্তক প্রকাশনা ও লেখকদের অবস্থা আশাতীত উন্নতি লাভ করে।
- মুসলিম ছাত্রদের জন্য বেকার হোস্টেল, টেলার হোস্টেল, কারমাইকেল হোস্টেল ও মুসলিম ইন্সটিটিউট কলকাতার বুকে প্রতিষ্ঠিত হয়।
- মুসলিম সাহিত্যের বিপুল প্রসার লাভ করে। মুসলিম সাহিত্যিকগণ নতুন প্রেরণা পান।
- বৈদেশিক শিক্ষার জন্য মুসলিম ছাত্র-ছাত্রীদের সরকারি সাহায্য প্রদানের নিয়ম প্রবর্তিত হয়।
- টেক্সটবুক কমিটিতে মুসলিম সদস্য নিযুক্ত হয় ও মুসলিম পাঠ্যে ইসলামী শব্দ প্রয়োগ হতে থাকে।
- মুসলিম মহিলাদের উচ্চশিক্ষার জন্য বিশেষ স্কুল ও কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়।

মখদুমী লাইব্রেরী

মুসলিম শিক্ষা ও সাহিত্য বিস্তারে খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.)-এর আর একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ 'মখদুমী লাইব্রেরী ও আহ্ছানউল্লা বুক হাউজ লিমিটেড' প্রতিষ্ঠা। মখদুমী লাইব্রেরীর উৎসাহ ও উদ্দীপনায় অনেক মুসলমান লেখক সৃজনশীল লেখার প্রতি আগ্রহী হয়ে ওঠে। বহু সাহিত্যিক, লেখক, কবি এই লাইব্রেরীর সাথে সংশ্লিষ্ট হয়ে পড়ে। তৎকালীন আলোড়ন সৃষ্টিকারী গ্রন্থ আনোয়ারা ও বিষাদ সিন্ধু এই লাইব্রেরী থেকে প্রকাশিত হয়। এছাড়াও এই লাইব্রেরী থেকে কাজী নজরুল ইসলামের 'জুলফিকার', 'বনগীতি', 'কাব্য আমপারা', খ্যাতনামা কথাশিল্পী আবু জাফর শামসুদ্দিনের 'পরিত্যক্ত স্বামী', সৈয়দ আলী আহছানের 'নজরুল ইসলাম', শেখ হাবিবুর রহমানের 'বাঁশরী', 'নিয়ামত' প্রভৃতি বই প্রকাশিত হয়। এই লাইব্রেরী থেকে মাধ্যমিক শ্রেণীর বহু গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। শুধু তাই নয় অনেক নতুন লেখকদের লেখা গ্রন্থও এখান থেকে প্রকাশিত হয়। মখদুমী লাইব্রেরীর কার্যক্রম তৎকালীন মুসলিম সমাজে সাহিত্য সৃষ্টি ও সাহিত্যের প্রসারের ক্ষেত্রে একটি দ্রুত ও মৌলিক পরিবর্তন আনতে সমর্থ ও সার্থক হয়েছিল।

সাফল্য ও পুরস্কার

খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.) তার কর্মক্ষেত্রে দক্ষতার স্বীকৃতি অল্প সময়ের মধ্যেই অর্জন করেন। ১৯১১ সালে ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক তাকে 'খানবাহাদুর' উপাধি প্রদান করেন। তিনি চাকুরিতে প্রবেশের মাত্র ১৫ বৎসরের মধ্যে এই সাফল্য অর্জন করেন। তিনি ১৯১১ সালে বৃটিশ ভারতের 'রয়েল সোসাইটি ফর এনকারেজমেন্ট অব আর্টস ম্যানুফ্যাকচারস এন্ড কমার্স'-এর সদস্যপদ লাভ করেন। তিনি ১৯১৯ সালে ইন্ডিয়ান এডুকেশন সার্ভিস (আইইএস) ভুক্ত হন। মুসলমানদের মধ্যে তিনিই প্রথম (আইইএস) ভুক্ত হন। তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম মুসলিম সিনেট ও সিন্ডিকেট সদস্য ছিলেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে এক দশকেরও বেশি সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কোর্টের (বর্তমান সিনেট) সদস্য ছিলেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রস্তুতিলগ্নে ড. নাথান সাহেবের অধীনে টিচিং কমিটির সদস্য ছিলেন। বাংলা সাহিত্যে বিশিষ্ট ও বহুমুখী অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ বাংলা একাডেমী তাকে ১৯৬০ সালে সম্মানসূচক 'ফেলোশিপ' প্রদান করেন। সমাজসেবা ও সমাজ সাংস্কৃতিতে বিশেষ করে দীন প্রচারের কাজে অবদানের জন্য ইসলামী ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ তাকে ১৪০৪ হিজরীতে মরণোত্তর পুরস্কারে ভূষিত করে।

তার জীবনের দুটি অমর সৃষ্টি 'নলতা কেন্দ্রীয় আহ্ছানিয়া মিশন' যা ১৯৩৫ সালে ১৫ই মার্চ নলতা গ্রামে স্থাপিত হয়। যার বয়সকাল এখন ৮৮ বৎসর অতিক্রান্ত হতে চলছে। আর 'ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন' ৯ই ফেব্রুয়ারি ১৯৫৮ সালে ঢাকা আরমেনিটোলায় উন্মোচিত হয় যার বয়সকাল প্রায় ৬৫ বৎসর অতিক্রান্ত হতে চলছে।

দুটি মিশনের মূলমন্ত্র হচ্ছে- 'স্রষ্টার এবাদত ও সৃষ্টের সেবা'।

মিশনের লক্ষ্য

১. সমগ্র মানবগোষ্ঠীর সামাজিক ও আত্মিক জীবন উন্নত করা।

২. মানুষে মানুষে পার্থক্য কমিয়ে আনা।

৩. মানুষে একতা ও ভ্রাতৃত্বের বিকাশ সাধন ও আত্মিক প্রেমে উদ্দীপ্ত করা।

৪. প্রত্যেককে নিজের ক্ষুদ্রতা উপলব্ধি করা এবং অহংকার পরিহার করতে শিক্ষা দেয়া।

৫. প্রত্যেককে স্রষ্টা ও সৃষ্টির সম্পর্ক স্বীকার ও উপলব্ধি করতে সক্ষম করা।

৬. প্রত্যেককে স্রষ্টার প্রতি এবং মানুষের প্রতি মানুষের কর্তব্য উপলব্ধি করতে সক্ষম করা।

৭. নিপীড়িত মানব গোষ্ঠীর প্রতি যথাযথ সাহায্য সহযোগিতা করা।

আমার প্রাণপ্রিয় খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.) তাঁর 'জীবন ধারায়' বলেছেন– "আমার জীবনের মূখ্য উদ্দেশ্য সকল শ্রেণীর ধর্ম ও জাতি নির্বিশেষে প্রেমসূত্রে আবদ্ধ করিয়া মহাপ্রভুর উদ্দেশ্য সাধন।" সমগ্র মানবগোষ্ঠীর সামাজিক ও আত্মিক জীবন উন্নত করা।

"মানবশ্রেষ্ঠ, অলিশ্রেষ্ঠ, রছুলশ্রেষ্ঠ হজরত আহম্মদে মোজতবা মোহাম্মদ মোস্তফা ছাল্লেল্লাহু আলাইহে ওছাল্লামের ছুন্নত পালন আমার জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য।"

"তাঁহারই দৃষ্টান্ত অবলম্বন করিয়া প্রত্যেক আত্মাকে প্রেম দ্বারা সন্‌জীবিত করা ও একতা, সমতা ও মৈত্রী বন্ধনে সকল আত্মাকে আবদ্ধ

করত বিশ্ব শান্তির সৃষ্টি করাই আমাদের একমাত্র কর্তব্য।" প্রত্যেককে স্রষ্টা ও সৃষ্টির সম্পর্ক স্বীকার ও উপলব্ধি করতে সক্ষম করা। প্রত্যেককে স্রষ্টার প্রতি এবং মানুষের প্রতি মানুষের কর্তব্য উপলব্ধি করতে সক্ষম করা।

"শিক্ষা দেওয়া মিশনের লক্ষ্য। ঈর্ষা, দ্বেষ, অহংকার, হিংসা বৃত্তিকে দমন করিয়া রুহের শক্তি প্রসার করাই মিশনের উদ্দেশ্য। সমাজ মধ্যে শান্তি সৃষ্টি করা মিশনের অন্যতম লক্ষ্য।"

"আমি চরিত্র গঠনকে এবাদতের প্রধান অঙ্গ মনে করি। যার চরিত্র গঠিত নয়, তার এবাদত বেকার।"

"কেবল অর্থকরী বিদ্যা দ্বারা জীবন-সমস্যার সমাধান হয় না। আধ্যাত্মিক শিক্ষার আবশ্যক। কেবল অর্থ মানুষকে উন্নত করিতে পারে না। আত্মার উন্নতিই প্রকৃত উন্নতি। মানবতাই জীবনের উদ্দেশ্য হওয়া চাই।" -[আমার জীবন ধারা]

শরীয়ত আমার শরীর আর তরীকত আমার প্রাণ। এই দুইয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য সৃষ্ট করাই আমার জীবনের উদ্দেশ্য এবং এই উদ্দেশ্য বিশ্বকে জানাইতে আমি উদ্‌গ্রীব।

মিশন প্রতিষ্ঠাতার গুজারেশ (১৯৬২) তিনি বলেছেন–

"আপনাদের নিকট আমি সম্মানের প্রার্থী নই। আমি প্রার্থী আপনাদের মঙ্গলের, আপনাদের শান্তির, আপনাদের আনন্দের। আমি চাই আপনাদের খেদমত করিতে, আমি চাই আপনাদের কল্যাণের জন্য স্বীয় স্বার্থ, স্বীয় সুখ, স্বীয় গৌরব বিলাইয়া দিতে।"

"আপনারা কর্মী হউন, তর্ক ও বক্তৃতা ভুলিয়া যান, সারা বিশ্বকে সেবা করুন। হিংসা, দ্বেষ ও পরশ্রীকাতরতাকে বিসর্জন দিয়া শ্রমিকের সাজ লইয়া তরীকতের শৃঙ্খলে সবাইকে বন্ধুভাবে আবদ্ধ করিয়া সমাজকে গৌরবান্বিত করুন।"

আমার প্রিয় আহ্ছানিয়া পরিবারের সবার কাছে উদাত্ত আহ্বান আসুন আমরা উক্ত বিশ্বাসে বিশ্বাসী হয়ে মিশনের কাজে আত্মনিয়োগ করি ও মিশনের মূলমন্ত্র ধরে সমাজের ও জগতবাসীর উন্নতির ব্রতী হই। আমাদের মূল বয়স ৮৮ বৎসর পার হচ্ছে এবং ঢাকায় ৬৫ বৎসর পৌঁছেছে। অনেক বয়স পার করছি আর দেরী নয় এখনই উত্তম সময় মিশনের কাজ মন, প্রাণ, সততা ও নিষ্ঠার সাথে কাজ করে উন্নতি বিধান করা। আমরা আমাদের প্রাণপ্রিয় খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.)-এঁর শিক্ষা, দীক্ষা, মিশন এবং ভিশন আমাদের বাঙালি জাতিসত্ত্বার মাঝে তথা বাংলাদেশ, ইন্ডিয়া, পাকিস্তান ও সারাবিশ্বে প্রচার ও প্রসারের কাজে আসুন জরুরিভাবে আত্মনিয়োগ করি।

হজরত খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.) এর গ্রন্থ তালিকা

ক) ইছলাম ধর্মের মাহাত্ম্য ও ইছলামী বিধান

১. ইছলাম ও জাকাত
২. আল ইছলাম
৩. ইছলামের মহতী শিক্ষা
৪. মহাপুরুষদের অমীয় বাণী
৫. আরবী দোয়া
৬. দোয়া ও দরুদ
৭. নামাজশিক্ষা
৮. নামাজেরছুরা
৯. পাঁচ ছুরা
১০. বাংলা মৌলুদ শরীফ
১১. মোছলেমের নিত্য জ্ঞাতব্য
১২. কোরআনের বাণী ও একত্ববাদ
১৩. কোরআনের শিক্ষা
১৪. কোরআনের সার
১৫. কোরআন ও হাদিছের আদেশাবলী
১৬. বাংলা হাদিছ শরীফ (১ম খণ্ড)
১৭. বাংলা হাদিছ শরীফ (২য় খণ্ড)
১৮. হজরতের বচনাবলী
১৯. হাদিছ গ্রন্থ
২০. The Holy Qur-An on Jews and Christians

খ) তাছাওওয়াফ ও দর্শন

১. ভক্তের পত্র
২. প্রেমিকের পত্রাবলী
৩. তরীকত শিক্ষা
৪. গীত গুচ্ছ
৫. আমার শিক্ষা ও দীক্ষা
৬. ছুফি
৭. সৃষ্টি-তত্ত্ব
৮. ইছলামের বাণী ও পরম হংসের উক্তি
৯. বিভিন্ন ধর্মের উপদেশাবলী
১০. অমীয় বাণী
১১. ইরশাদে মুরশীদ
১২. স্মৃতি-দীপি
১৩. আহ্ছানিয়া মিশনের মত ও পথ
১৪. আহ্ছানিয়া মিশনের মূলনীতি
১৫. Motto of the Mission

গ) জীবনী

১. আউলিয়া চরিত
২. আমার জীবন-ধারা
৩. আল ওয়ারেছ
৪. ইবনে ছউদ
৫. ইসলাম ও আদর্শ মহাপুরুষ
৬. ইছলাম রবি হজরত মোহাম্মদ (দঃ)
৭. ইছলাম নবী
৮. কুতুবুল আকতাব হাজী ওয়ারেছ আলী শাহ
৯. ছেলেসের মহানবী
১০. দরবেশ জীবনী
১১. পেয়ারা নবী
১২. বিশ্ব শিক্ষক
১৩. মহর্ষি রুমি (হজরত মহর্ষি রুমি আলাইহের রহমত)
১৪. মহানবীর কথা
১৫. মোস্তফা কামাল
১৬. হজরত মুহাম্মদ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অছাল্লাম)
১৭. হাজী ওয়ারেছ আলী শাহ্ (সংক্ষিপ্ত জীবনী)
১৮. হাজী ওয়ারেছ আলী শাহ (অনুবাদ)
১৯. Al-Waris

ঘ) ইতিহাস

১. আমাদের ইতিহাস
২. ইছলামের ইতিবৃত্ত
৩. ইছলামের দান
৪. ইতিবৃত্ত
৫. পুরাবৃত্ত
৬. বিশ্ব মুছলিম রাষ্ট্রসমূহ
৭. ভারতের ইতিহাস (ইলিয়াটের ইতিহাস সম্বলিত)
৮. মুছলিম জাহান (১ম, ২য় ও ৩য় খণ্ড)
৯. মধ্য ও দূর প্রাচ্যের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস
১০. মোছলেম জগতের ইতিহাস
১১. রাজর্ষি আওরঙ্গজেব ও মোছলেম সভ্যতা (১ম খণ্ড রাজর্ষি আওরঙ্গজেব)
১২. রাজর্ষি আওরঙ্গজেব ও মোছলেম সভ্যতা (২য় খণ্ড পাকিস্তান)
১৩. ছউদী আরব
১৪. History of the Muslim World
১৫. হেজাজ ভ্রমণ

ঙ) শিক্ষা, পাঠ্যপুস্তক ও শিশু সাহিত্য

১. টীচারস ম্যানুয়েল
২. শিক্ষা-ক্ষেত্রে বঙ্গীয় মোছলমান
৩. বঙ্গভাষা ও মুছলমান সাহিত্য
৪. নীতিও ধর্ম্ম শিক্ষা এবং চরিত্র গঠন
৫. পদার্থ শিক্ষা
৬. মানবের পরম শত্রু
৭. প্রাইমারী সাহিত্য ১ম ভাগ
৮. প্রাইমারী সাহিত্য ২য় ভাগ
৯. প্রাইমারী সাহিত্য ৩য় ভাগ
১০. প্রাইমারী সাহিত্য ৪র্থ ভাগ
১১. বাংলা সাহিত্য (১ম খণ্ড)
১২. বাংলা সাহিত্য (২য় খণ্ড)
১৩. বাংলা সাহিত্য (৩য় খণ্ড)
১৪. বাংলা সাহিত্য (৪র্থ খণ্ড)
১৫. মক্তব সাহিত্য (১ম খণ্ড)
১৬. মক্তব সাহিত্য (২য় খণ্ড)
১৭. মক্তব সাহিত্য (৩য় খণ্ড)
১৮. ইছলাম সোপান ১ম খণ্ড
১৯. ইছলাম সোপান ২ম খণ্ড
২০. ইছলামী তালীম ১ম খণ্ড
২১. ইছলামী তালীম ২ম খণ্ড
২২. তালিমী নীনিয়াত
২৩. নীনিয়াত প্রথম ভাগ
২৪. নীনিয়াত দ্বিতীয় ভাগ
২৫. নীনিয়াত তৃতীয় ভাগ
২৫. নীনিয়াত চতুর্থ ভাগ
২৬. প্রথম পড়া
২৭. Child's Grammar
২৮. First Book of Translation
২৯. Modern Primer (For Class Two)
৩০. Modern Primer (For Class Three)
৩১. Modern Empire Primer (For Class Two)
৩২. Modern Empire Primer (Anglo Urdu) (For Class Two)
৩৩. Modern Empire Primer (Anglo Bangla) (For Class Three)
৩৪. Second Book of Translation
৩৫. The Reader
৩৬. The Primer

গ্রন্থ সহায়িকা

- খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা স্মারক গ্রন্থ, ড. গোলাম মঈনুদ্দিন সম্পাদিত
- বার্ষিক রিপোর্ট ১৯৯৬ ও ১৯৬২, নলতা কেন্দ্রীয় আহ্ছানিয়া মিশন
- আমার জীবন ধারা, খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা
- খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা এঁর জীবন ও কর্ম, এ এফ এম এনামুল হক
- খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা: বিশ্বাস ও জীবন দর্শন, ড. গোলাম মঈনুদ্দিন সম্পাদিত
- খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা: জীবনপঞ্জি ও গ্রন্থাবলী, মোহাম্মদ আবদুল মজিদ
- খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা: শিক্ষা ও সমাজ চিন্তা, মোহাম্মদ আবদুল মজিদ

রচিত গ্রন্থ

খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.) নিজেই ১০৫টি পুস্তক রচনা করেন যার মধ্যে– জীবনী বিষয়ক–মুছলমানদের হারানো ইতিহাস, ঐতিহ্য ও ধর্মীয় চেতনার পূনর্রুদ্দার বিষয়ক– কোরআন ও হাদিছ, ইতিহাস ও বিভিন্ন ধর্ম্মের উপর আলোচনা, ইছলাম ধর্ম্মের মাহাত্ম্য ও বিধান, শিশু সাহিত্য, ভাষা ও সাহিত্য, শিক্ষা, ভ্রমণ কাহিনী, বিভিধ বিষয় যথা– ছুফীতত্ত্ব ও ছুফীমতাদর্শ, ভক্তের পত্রাবলী গুরুত্বপূর্ণ।

অধ্যাপক ড. গোলাম রহমান, সহ-সভাপতি, ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন

১৮ মে ২০২৩ বৃহস্পতিবার, রাজধানীর ধানমন্ডিস্থ ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের অডিটরিয়ামে অনুষ্ঠিত এই সেমিনারটি আয়োজন করে আহ্ছানিয়া ইনস্টিটিউট অব সূফীজম।

দুঃস্থ নারী ও পরিত্যক্ত শিশুদের ছায়া দিচ্ছে কানন

শেখ মহব্বত হোসেন ও মো. সাইফুল ইসলাম

দারিদ্রের ব্যাপকতা, কাজের সন্ধানে আবাসভূমি ত্যাগ বা ভাসমান জীবন-যাপন, নারীর প্রতি সহিংসতা এবং পরিবারিক ভাঙনের কারণে প্রতিবছর বিপুল সংখ্যক শিশু পরিত্যক্ত হচ্ছে। পরিত্যক্ত শিশুদের মধ্যে ০ থেকে ৫ বছর বয়সী শিশুদের অবস্থা অন্যান্য বয়সের শিশুদের তুলনায় খুবই করুণ ও মর্মস্পর্শী।

অন্যদিকে সামাজিক অবক্ষয়ের কারণে নারীর প্রতি সহিংসতা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। অনেক নারী যৌন নির্যাতন ও নিপীড়নের শিকার হয়ে গর্ভধারণ করছে এবং পরিবার ও সমাজে তাদের মর্যাদা ও আশ্রয় হারাচ্ছে। কোথাও আশ্রয় না পেয়ে এসকল অসহায় নারীরা রাস্তায় নেমে আসতে বাধ্য হচ্ছে। মেনে নিতে বাধ্য হচ্ছে দুঃসহ অপমান ও সীমাহীন কষ্ট।

এই অবস্থার প্রেক্ষিতে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন সমাজের এই ক্ষতিগ্রস্ত নারীদের ও পরিত্যক্ত শিশুদের মানবিক সেবা দিতে দীর্ঘ অভিজ্ঞতা সম্পন্ন কর্মীদের নিয়ে ০-৫ বছর বয়সী পরিত্যক্ত শিশু এবং ধর্ষণ ও যৌন নির্যাতনের শিকার হয়ে গর্ভধারন করেছে এমন নারী ও তাদের সদ্যজাত শিশুর জন্য প্রতিষ্ঠা করে 'কানন'।

২০১৪ সালে ঢাকার দক্ষিণ পাইকপাড়ায় কেএনএইচ-আহ্ছানিয়া সেন্টার ফর ডেসটিটিউট উইমেন এন্ড এবানডেন্ট চিলড্রেন (কেএসিএসিডব্লিউডি) নামে প্রতিষ্ঠানটি প্রতিষ্ঠিত হয়। যার বর্তমান নাম 'কানন'।

প্রকল্পটি কেএনএইচ জার্মানীর আর্থিক সহায়তায় দীর্ঘসময় ধরে বাস্তবায়িত হয়। এরপর ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের নিজস্ব অর্থায়ন ও আহ্ছানিয়া মিশন সাপোর্ট ফোরাম ও বিভিন্ন দাতার সহযোগিতায় বর্তমানে চলমান রয়েছে। বিভিন্ন ধরনের কার্যক্রমের মাধ্যমে পরিত্যক্ত শিশু ও দুস্থ নারীর নিরাপত্তা এবং মানবিক অধিকার রক্ষার বিষয়টি নিশ্চিত করছে। পরিত্যক্ত শিশু ও ক্ষতিগ্রস্ত নারীদের সমাজে পুন:প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে এই প্রতিষ্ঠানটি কাজ করে যাচ্ছে।

কানন পরিচালিত কার্যক্রম

আহ্ছানিয়া পরিত্যক্ত শিশু ও দুস্থ নারী কেন্দ্রটি দুস্থ গর্ভবতী মায়েদের গর্ভকালীণ ও তৎপরবর্তী সময়ে আবাসিক সুবিধা প্রদানসহ প্রয়োজনীয় সকল ধরণের সুবিধাদি ও পরবর্তীতে পুনর্বাসনের জন্য পরিচালিত একটি প্রতিষ্ঠান।

দুস্থ গর্ভবতী নারীদের জন্য কার্যক্রম:

১. শিক্ষা কার্যক্রম

দুস্থ গর্ভবতী নারীদের মধ্যে যারা সাক্ষর জ্ঞানহীন তাদেরকে শিক্ষা কার্যক্রমের আওতায় নিয়ে এসে শিক্ষা প্রদান করা হয়। সেক্ষেত্রে দুই ধরণের শিক্ষা পদ্ধতির অনুসরণ করা হয়।

বয়স্ক শিক্ষা ও সাক্ষরতা পরবর্তী ও অব্যাহত শিক্ষা। নিরক্ষর নারীদের জন্য বয়স্ক শিক্ষা কোর্সটি পরিচালিত হয়। এবং যে সকল নারী সাক্ষরতা জ্ঞানসম্পন্ন তাদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য সহজ ভাষায় লিখিত কিছু বই পড়তে দেয়া, সহজ ভাষায় কিছু লিখতে দেয়া ও দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় কিছু হিসাব অনুশীলন করানো হয়। যারা স্বয়ংসম্পূর্ণ বা দক্ষ, বা মাধ্যমিক পর্যায়ে পড়াশুনা করেছেন তাদেরকে তাদের উপযোগী বই সরবরাহ করা হয়। এছাড়াও ব্যক্তিগত পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা বিষয়ক শিক্ষা, এইচআইভি/এইডসসহ প্রতিরোধযোগ্য রোগ সম্পর্কে প্রতিনিয়ত শিক্ষা, প্রজনন স্বাস্থ্য সম্পর্কে শিক্ষা প্রদান করা হয়।

২. স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রম

আহ্ছানিয়া পরিত্যক্ত শিশু ও দুস্থ নারী কেন্দ্রের স্বাস্থ্যসেবা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কেন্দ্রে অবস্থানরত গর্ভবতী মায়েদের জন্য মানসম্মত ও যুগোপযোগী স্বাস্থ্যসেবা কর্মসূচি থাকে। প্রতিটি মায়ের ডেলিভারী হাসপাতালে করা হয়। গর্ভবতী মায়ের গর্ভকালীন জটিলতা দেখা দিলে যত দ্রুত সম্ভব হাসপাতালে প্রেরণ করা হয়। কেন্দ্রে নিয়োগপ্রাপ্ত প্যারামেডিক ও অনকল ডাক্তারের সহায়তায় উন্নত ও আধুনিক স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করা হয়। এছাড়া অসুস্থ্যতাজনিত যেকোনো সমস্যা মোকাবেলা করার লক্ষ্যে শিশু ও নারীর জন্য নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষার ব্যবস্থা রাখা হয়। একটি নিকটস্থ আধুনিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের সাথে সেবাপ্রাপ্তির জন্য আনুষ্ঠানিক চুক্তি করা থাকে।

২০১৪ সালে কেএনএইচ-আহ্ছানিয়া সেন্টার ফর ডেসটিটিউট উইমেন এন্ড চিলড্রেন (পূর্ব নাম)-এর উদ্বোধন অনুষ্ঠানে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব, ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের প্রেসিডেন্টসহ অন্যান্যরা

৩. কারিগরি প্রশিক্ষণ কার্যক্রম

আহ্ছানিয়া পরিত্যক্ত শিশু ও দুস্থ নারী কেন্দ্রে কারিগরি/ভকেশনাল ট্রেনিং করানো হয়। এই কার্যক্রমটি গর্ভবতী মায়েদের জন্য পরিচালিত হয়। কেন্দ্রে প্রধানত কারচুপি ও রেডিমেইড গার্মেন্টস- এই দুইটি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। এছাড়াও দুস্থ নারীদের গর্ভাবস্থা ও তাদের চাহিদা, কর্মসংস্থানের সহজপ্রাপ্যতা ইত্যাদি বুঝে অন্যান্য প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। এলাকাভেদে যে জিনিস গুলো তৈরি করে উপার্জন করা যায় সেই জিনিসগুলো তৈরির প্রশিক্ষণ প্রদান অত্যন্ত জরুরি বিধায় কেন্দ্র থেকে এই প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

এরপর কর্মসংস্থান কার্যক্রমটি মূলত মায়েদের জীবন-ধারণ প্রক্রিয়াকে সহজ ও স্বাভাবিক

দুস্থ নারী ও পরিত্যক্ত শিশুদের স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস পালন

পর্যায়ে রাখার জন্য পরিচালিত হয়। কেন্দ্রে বিভিন্ন জীবন-ধারণমূলক শিক্ষা কোর্স সম্পন্ন ও ভকেশনাল ট্রেনিং গ্রহণের পর যে সব মায়েরা চাকুরী প্রত্যাশা করবে তাদের জন্য বিভিন্ন গার্মেন্টস, ফ্যাক্টরী ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলোতে যোগাযোগ করে চাকুরীর ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়। চাহিদা অনুযায়ী অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে আয়ার কাজ ও গৃহপরিচারিকার কাজের জন্যও ভাল পরিবার খুঁজে পেতে সহায়তা করা হয়।

৪. কাউন্সেলিং-এর সুপারভিশন

এখানে অবস্থানরত প্রতিটি নারীকে কাউন্সেলিং প্রদান করা হয়। যেন মানসিক চাপ থেকে সে মুক্ত থাকতে পারে এবং ভবিষ্যতে নতুন করে বাঁচার স্বপ্ন দেখতে পারে। মোদ্দাকথা, ব্যক্তিগত পরিবর্তন ও মানসিক উন্নতি সাধনের জন্য এই কাউন্সেলিং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

শিশুদের জন্য কার্যক্রম:

কাননে শিশু নির্বাচনের ক্ষেত্রে বিভিন্ন সেন্টার ও পরিত্যক্ত অবস্থাকে প্রাধান্য দেয়া হয়।

কানন কেন্দ্রটি মূলত পঞ্চগড়স্থ ঢাকা আহছানিয়া মিশন শিশুনগরীর শিশুদের অস্থায়ী নিবাস হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এই সেন্টার থেকে পরিত্যক্ত শিশুদের গ্রহণের পর অতি দ্রুততার সাথে তার ব্যক্তিগত প্রোফাইল তৈরি করা হয়। এবং থানায় সাধারণ ডায়েরি করা হয়। সাথে সাথে শিশুকে শিক্ষা, স্বাস্থ্যসহ দৈনন্দিন বেড়ে ওঠায় সমগ্র সাপোর্ট দিয়ে বড় করে তোলা হয়। এরই মধ্যে শিশুর বয়স ৬-৮ বছর হয়ে গেলে তাকে (ছেলে শিশুকে) পঞ্চগড়স্থ আহ্ছানিয়া মিশন শিশুনগরীতে প্রেরণ করা হয়।

উল্লেখ্য, পঞ্চগড়স্থ ঢাকা আহছানিয়া মিশন শিশুনগরীতে পথশিশু ও পরিত্যক্ত শিশুরা ১৮ বছর পর্যন্ত অবস্থান করে যে সময়ে তারা মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা গ্রহণ করে এবং একই সাথে কারিগরি শিক্ষাও প্রদান করা হয়।

কাননে পরিত্যক্ত শিশু গ্রহণের পর প্রথম প্রচেষ্টা হল তাকে তার পরিবারে অর্থাৎ মা-বাবা বা আত্মীয় স্বজনদের কাছে ফিরিয়ে দেয়া। পরিবার খুঁজে না পেলে বা পরিবার নিতে না চাইলে তাদেরকে দত্তক গ্রহণে ইচ্ছুক কোন পরিবারে দেয়ার চেষ্টা করা হয়। সে ব্যবস্থা না হলে তাদেরকে কেন্দ্রে রাখা হয়। তবে তাদের নিজ পরিবারে বা অভিভাবকত্ব গ্রহণ ইচ্ছুক পরিবারে পুনর্বাসনের চেষ্টা অব্যাহত থাকে।

১. স্বাস্থ্যসেবা

একজন হেলথ এ্যাসিস্টেন্ট অথবা অনকল ডাক্তারের সার্বক্ষণিক তত্ত্বাবধানেই পরিত্যক্ত শিশুর স্বাস্থ্যসেবা সুনিশ্চিত করা হয়। যেসব বিষয়গুলো নিয়মিত থাকে তার মধ্যে আছে– নিয়মিত চেক-আপ; উচ্চতা ও ওজন মাপা; প্রেসক্রিপশন অনুযায়ী ঔষধ প্রদান; পুষ্টিকর খাবার সরবরাহ; নবজাতকের জন্য মাতৃদুগ্ধ নিশ্চিতকরণ; স্বতঃস্ফুর্ত থাকতে সহায়তা করা; সময়মত টিকা প্রদান; ভিটামিন 'এ' এবং পোলিও টিকা ও কৃমিনাশক ঔষধ খাওয়ানো; পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখা; নিয়মিত ব্রাশ করা, টয়লেট, সাবান ও স্যান্ডেল ব্যবহার, হাত ধোয়া ইত্যাদি অভ্যাস গড়ে তোলা; প্রয়োজন অনুযায়ী শিশুবান্ধব স্বাস্থ্যকেন্দ্র বা হাসপাতালে প্রেরণ।

২. শিক্ষা কার্যক্রম

কেন্দ্রে অবস্থানরত শিশুদেরকে বয়স অনুযায়ী ভাগ করে পূর্ব নির্ধারিত দলে নির্ধারিত শিক্ষা কারিকুলাম অনুযায়ী শিক্ষা সহায়তা প্রদান করা হয়।

তিন থেকে পাঁচ বছর বয়সের শিশুদেরকে পাঠ দানের ক্ষেত্রে আহ্ছানিয়া মিশনের ইসিডি প্রোগ্রামের কারিকুলাম অনুসরণপূর্বক ইসিডি প্রোগ্রামের উপকরণ ব্যবহার করা হয়। এছাড়া গল্প, ছড়াগান, খেলা ও ছবি/ভিডিও দেখানোর মাধ্যমে অনুশীলনসহ আদব-কায়দা, নৈতিক শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্যাভ্যাস শিক্ষা ইত্যাদি বিষয়ে শিক্ষা দান করা হয়।

পাঁচ বছর বয়সের শিশুদের পাঠদানের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ সরকারের প্রাথমিক শিক্ষা কারিকুলামের অধীনে ব্যবহৃত প্রি-প্রাইমারীর উপকরণ ব্যবহার ও নির্দেশনা অনুসরণ করা হয়।

কানন কেন্দ্রের শিক্ষা কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছে– শারীরিক বিকাশ, মানসিক বিকাশ, সাংস্কৃতিক বিকাশ, নৈতিক বিকাশ, সৃষ্টিকর্তার প্রতি আনুগত্য সৃষ্টি, দেশপ্রেমে ও মানুষের সেবায় উদ্বুদ্ধ করা, সৃজনশীলতার উন্নয়ন, অধিকার সম্পর্কে সচেতন করা।

পড়ালেখার পাশাপাশি কিছু গঠনমূলক ও শিক্ষামূলক কাজে শিশুদেরকে নিয়োজিত করা হয়। যাতে তারা নিজেরা দায়িত্ববান হয় এবং দায়িত্বশীল নাগরিকে পরিনত হয়।

পুনর্বাসন প্রক্রিয়া : পুনর্বাসন প্রক্রিয়ার আওতায় শুধুমাত্র শিশুরা থাকবে। এই প্রক্রিয়াটি দুভাগে বিভক্ত;

আইনগত অভিভাবকত্ব গ্রহণের মাধ্যমে শিশুকে পরিবারে হস্তান্তর এবং শিশুনগরী বা অন্য প্রতিষ্ঠানে প্রেরণ।

আইনগত অভিভাবকত্ব গ্রহণের মাধ্যমে শিশুকে পরিবারে হস্তান্তরঃ শিশু পুনর্বাসনের একটি অধ্যায় হচ্ছে সক্ষম পরিবারে শিশুকে আইনী অভিভাবকত্ব প্রদান করা। পরিত্যক্ত শিশুদেরকে প্রথমে নিজ পরিবারে হস্তান্তর করার জন্য ব্যবস্থা নেওয়া হয়। অভিভাবকত্ব নিতে আগ্রহী পরিবারে শিশু হস্তান্তর করার ক্ষেত্রে শিশুর সংখ্যার উপর ভিত্তি করে অভিভাবকত্ব নিতে ইচ্ছুক দম্পত্তি খুঁজে বের করে যাচাই বাছাই প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়। এই যাচাই করার ক্ষেত্রে যেসব বিবেচ্য বিষয় তাহলো- পরিবার যথেষ্ট স্বচ্ছল কিনা, স্বামী স্ত্রী উভয়ে উচ্চ শিক্ষিত কিনা (কমপক্ষে উভয়ে স্নাতক), শিশু লালন পালনের জন্য

শিক্ষাগ্রহণরত অবস্থায় সেন্টারের শিশুরা

শারিরীক ও মানসিকভাবে সক্ষমতা আছে কিনা ইত্যাদি পরীক্ষা করা হয়। এইরূপ দম্পতি হলে প্রাথমিক আবেদন করার পর সমাজকর্মী পরিবার ভিজিট করে প্রতিবেদন দেন। তারপর শিশু হস্তান্তর কমিটি তা যাচাই বাছাই করে দেখেন এবং সুপারিশ করা হলে কর্তৃপক্ষের অনুমোদন পাওয়ার পর শিশুর মেডিকেল পরীক্ষা করে হস্তান্তরের জন্য দিন তারিখ ঠিক করে শিশু হস্তান্তর করা হয়। এখানে মায়ের গোপনীয়তা ও শিশুর নিরপত্তার বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করে এবং দেশের প্রচলিত আইনের (প্রতিপাল্য) সাথে সংগতি রেখেই শিশুকে পরিবারে হস্তান্তর করার প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন করা হয়। হস্তান্তরের সময় 'ডিড অব এগ্রিমেন্ট' এবং হলফনামা সম্পন্ন করে নোটারি এফিডেভিড করা হয়। পরে ছয়মাসের মধ্যে একাধিকবার পরিবারটিতে শিশুর সুরক্ষা পরিস্থিতি পরিদর্শন করে প্রতিবেদনের উপর ভিত্তি করে কেন্দ্র পরিচালক 'অনাপত্তি' পত্র প্রদান করেন।

শিশুনগরী বা অন্য প্রতিষ্ঠানে প্রেরণ

যেসব পরিত্যক্ত শিশুকে পরিবারে হস্তান্তর বা তার মায়ের হাতে হস্তান্তর করা যায় না পাঁচ বছর পর সেই সব ছেলেশিশুকে পঞ্চগড়ে অবস্থিত শিশুনগরীতে বা অন্যকোনো প্রতিষ্ঠানে প্রেরণ করা হয়। যাবতীয় কাগজপত্র ও আনুষঙ্গিক সকল ধরনের ব্যবস্থা করেই শিশুদেরকে পঞ্চগড়ে অবস্থিত শিশুনগরীতে বা অন্য কোনো প্রতিষ্ঠানে প্রেরণের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। মেয়ে শিশুরা সর্বোচ্চ ১০ বছর বয়স পর্যন্ত এই কেন্দ্রে থাকতে পারে। অথবা মেয়েদের জন্য প্রতিষ্ঠিত কোনো কেন্দ্রে স্থানান্তর করা হয়।

নারী ও শিশুর সংখ্যা : জুন ২০২১ পর্যন্ত স্থিতি এবং জুলাই ২২ থেকে জুন ২৩

শুরু থেকে ৩০ জুন, ২২ মোট নারী ভর্তি	স্থিতি	জুলাই ২২ - জুন ২৩ ভর্তি	মোট সংখ্যা
মোট নারী ভর্তি	৬১	১	সর্বমোট নারী ৬২জন
নারীদের ডেলিভারী হয়	৫৬জন	০	৫৬জনের ডেলিভারী হয়
নারীদের মিসক্যারেজ	০৩জন		০৩জন নারীর মিসক্যারেজ
নারী পূর্ণ সেবা নেয়নি	২	১	০৩জন নারী সেবা নেয়নি
বর্তমানে সেন্টারে কোন নারী নেই			নারী নেই
সেন্টারে জন্ম নেয়া শিশু	৫৬জন		মোট: ৫৬জন শিশু জন্ম নেয়।
সেন্টারে জন্ম শিশু সেন্টারে আছে		০২জন	সেন্টারে আছে ০২জন ছেলে
" ছেলে শিশু দত্তক দেয়া হয়েছে	২১জন	০১জন	২২জন দত্তক
" মেয়ে শিশু দত্তক দেয়া হয়েছে	১৩জন	০	১৩জন দত্তক
" মোট দত্তক দেয়া হয়েছে			মোট দত্তক ৩৫জন
" মেয়ে শিশু মারা গেছে			০১জন মেয়ে শিশু মারা গেছে
" ছেলে শিশু মায়ের সাথে গেছে			০৬জন মায়ের সাথে
" মেয়ে শিশু মায়ের সাথে গেছে			১২জন মায়ের সাথে
সেন্টারে জন্ম মোট ছেলে শিশু			৩০জন ছেলে
সেন্টারে জন্ম মোট মেয়ে শিশু			২৬জন মেয়ে
অনাত্র থেকে পাওয়া নবজাতক মেয়ে	০২জন মেয়ে		০২জন মেয়ে
অনাত্র থেকে পাওয়া নবজাতক ছেলে শিশু সেন্টারে আছে		০৩জন	০৩জন ছেলে
অনাত্র থেকে পাওয়া মোট নবজাতক			মোট নবজাতক: ০৫জন
অনাত্র থেকে পাওয়া নবজাতক দত্তক দেয়া হয়েছে	০২জন		০২জন মেয়ে শিশু দত্তক
সর্বমোট দত্তক ৩৫+০২=৩৭জন			সর্বমোট দত্তক ৩৭জন
হারিয়ে আসা ছেলে শিশু	১৬জন	০৪জন	ছেলে শিশু ২০জন
হারিয়ে আসা মেয়ে শিশু	২৪জন	০২জন	মেয়ে শিশু ২৬জন
হারিয়ে আসা শিশু সর্ব মাট শিশু			সর্বমোট শিশু ৪৬জন
" মেয়ে শিশু মহিলা মিশনে আছে	০৫জন		মহিলা মিশনে ০৫জন মেয়ে
" ছেলে শিশু শিশু নগরীতে আছে	১৩জন		১৩জন ছেলে
" এফএফসিতে ছেলে শিশু আছে	০১জন		০১জন ছেলে
" আপনঘর এ মেয়ে শিশু		০১জন	০১জন মেয়ে
" মারা গেছে ছেলে শিশু	১		০১জন ছেলে
" ছেলে শিশু পরিবারে	৭	০১জন	০৮জন ছেলে
" মেয়ে শিশু পরিবারে	৫		০৫জন মেয়ে
" ছেলে শিশু সেন্টারে	১	৩	০৪জন ছেলে
" মেয়ে শিশু সেন্টারে	৭	১	০৮ জন মেয়ে
সর্বমোট শিশু ৫৬+০৫+৪৬	৯৮	৯	মোট শিশু সেবা : ১০৭ জন

শেখ মহব্বত হোসেন, টীম লিডার, অধিকার ও সুশাসন সেক্টর
মো. সাইফুল ইসলাম, জনসংযোগ কর্মকর্তা, ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন

চট্টগ্রামের তরুণ উদ্যোক্তা মজিবুর রহমান প্রতিষ্ঠা করেছেন 'মা ফ্যাশন' নামে একটি গার্মেন্টস কোম্পানী

কর্মী থেকে সফল উদ্যোক্তা চট্টগ্রামের মজিবুর

তামজিদ হাসান তুরাগ

মজিবুর রহমান একজন তরুণ উদ্যোক্তা। তিনি তাঁর জীবনের শুরুতে কাজ করেছেন একটি গার্মেন্টস কর্মী হয়ে। পরবর্তীতে নিজেই শুরু করেছেন গার্মেন্টেসের ব্যবসা। করোনার ধাক্কা কাটিয়ে তিনি হয়েছেন চট্টগ্রামের অতি পরিচিত মুখ। কুড়িয়েছেন তরুণ উদ্যোক্তার খ্যাতি। নিজেই প্রতিষ্ঠা করেছেন মা ফ্যাশন নামের একটি গার্মেন্টস কোম্পানি। বর্তমানে তিনি মা ফ্যাশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। প্রতি মাসে এখন তিনি রপ্তানি করছেন ৩৫ থেকে ৪০ লাখ টাকার গার্মেন্টস পণ্য। তবে তার এই সফলতার পেছনে অবদান রেখেছে আহছানিয়া মিশনের ডাম ফাউন্ডেশন ফর ইকোনিক ডেভলপমেন্ট প্রোগ্রামের ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম।

২০১৮ সালে মজিবুর রহমান কাজ শুরু করেন চট্টগ্রামের ফারাজানা গ্রুপে। সেখানে তিনি কাজ করতেন জেনারেল ম্যানেজার হিসেবে। আবার পড়াশুনা সব চট্টগ্রামে। ২০১৮ সালে মার্চ মাসে তিনি চট্টগ্রামের পাহাড়তলি এলাকার সাগরিকা রোডে প্রতিষ্ঠা করেন মা ফ্যাশন। শুরুতে তার প্রতিষ্ঠানে সুইং মেশিন ছিলো ৬টি আর কর্মী ছিলো মাত্র ১২ জন। সে সময়েও প্রতিমাসে তিনি রপ্তানি করছেন ৬ থেকে ৭ লাখ টাকা। ২০২০ সালে শুরুতে তিনি ব্যবসা বড় করতে শুরু করেন। ঠিক তখনই বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে হানা দেয় কভিড। কভিডের ধাক্কা সামলিয়ে উঠতে তিনি ঋণ নেন ডাম ফাউন্ডেশন ফর ইকোনিক ডেভলপমেন্ট প্রোগ্রামের ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম থেকে। তারপর থেকে আর তাকে পেছনে ফিরে তাকাতে হয়নি। বর্তমানে তার কারখানাতে মেশিন রয়েছে ৭৮টি। এখন প্রতি মাসে তিনি ৩৫ থেকে ৪০ লাখ টাকার পণ্য দেশের বাইরে রপ্তানি করেন।

> প্রতি মাসে এখন তিনি রপ্তানি করছেন ৩৫ থেকে ৪০ লাখ টাকার গার্মেন্ট পণ্য

সম্প্রতি সরেজমিনে মা ফ্যাশনের কারখানায় গিয়ে দেখা যায় কর্মব্যস্ত সময় পারছেন সেখানকার শ্রমিকেরা। বর্তমানে কারখানার দুইটি ফ্লোরে কাজ করছেন ১৪২ জন শ্রমিক। এর মধ্যে নারী শ্রমিকের সংখ্যাই বেশি। তার কারখানাতে প্যান্ট, শার্ট, টিশার্ট, নাইটি প্রভৃতি পোশাক তৈরি করা হয়। এসব পণ্য রপ্তানি করা হয় ইউরোপ, দুবাই, কানাডায়।

কথা হয় মা ফ্যাশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মজিবুর রহমানের সঙ্গে। তিনি কালের কণ্ঠকে বলেন, আমি প্রথমে আমার কর্মজীবন শুরু করি একটি ফ্যাশন কারখানার জেনারেল ম্যানেজার হিসেবে। সেখানেই আমার মূলত এই ব্যবসার হাতে খড়ি। সেখান থেকে ২০১৮ সালে প্রথম প্রতিষ্ঠা করি মা ফ্যাশন। তখন থেকেই চলছে ব্যবসা। এখন গড়ে প্রতি মাসে ৩৫ থেকে ৪০ লাখ টাকার পণ্য বিদেশে রপ্তানি করি। আমার সব পণ্যই রপ্তানিযোগ্য পণ্য। এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, করোনার কারণে সারা বিশ্বের মতো আমরা ব্যবসায় কিছুটা থমকে যায় কিন্তু ডাম ফাউন্ডেশন ফর ইকোনিক ডেভলপমেন্ট প্রোগ্রামের ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম সে সময় আমাকে ঋণ প্রদানের মাধ্যমে সহযোগিতা। তাদের সহজ শর্তের ঋণ আমার মতো ব্যবসায়ীদের জন্য কাজের অনুপ্রেরণা।

মজিবুর রহমান জানান, আমার কারখানায় আসা শ্রমিকদের প্রথমে কাজ শিখিয়ে নিতে হয়। তারপর তারা দক্ষ হয়ে কাজ করে। শ্রমিকদের বেতন ১০ হাজার টাকা থেকে শুরু করে ৩৫ হাজার টাকা পর্যন্ত। এছাড়া তারা দুই ঈদে দুটি বোনাস পায়। এর পাশাপাশি যখন কাজের অর্ডার বেশি থাকে তখন আমাদের সাব কন্ট্রাক্টে কাজ করতে হয়। পরামর্শ হিসেবে তিনি বলেন, অনেকে ভাবে এই ব্যবসায় অনেক টাকা। কথাটা আসলে মিথ্যা নয় তবে। তবে আমার পরামর্শ হচ্ছে যারা এখানে ব্যবসা করবেন তারা যেন আগে ব্যবসা শিখে ব্যবসাটা করেন।' সামনের ডাম ফাউন্ডেশন থেকে তার আরো ঋণ নেওয়ার পরিকল্পনা আছে বলেও তিনি জানান।

মূলত ডাম ফাউন্ডেশন ২০১৪ সাল থেকে তারা সারা বাংলাদেশে ঋণ সহায়তা দিয়ে আসছে। ২০১৯ সাল থেকে তারা চট্টগ্রাম অঞ্চলে ঋণ সহায়তা দেয়া শুরু করে। কেউ চাইলে এখান থেকে সর্বোচ্চ ৫০ লাখ টাকা পর্যন্ত ঋণ নিতে পারে এবং সর্বনিম্ন ২০ হাজার টাকা। প্রতিষ্ঠানটির চট্টগ্রামে মোট ১৮টি ব্রাঞ্চ আছে। তারা ৫ ধরণের ঋণ কার্যক্রম পরিচালিত করে থাকে। এ সব ঋণ পাওয়া যায় সহজ শর্তে। কোনো জামানতের প্রয়োজন হয় না। শুধু প্রাথমিক যাচাই-বাছাইয়ের মাধ্যমে এসব ঋণ প্রদান করা হয়। বিগত ৪ বছরে প্রতিষ্ঠানটি চট্টগ্রাম অঞ্চলে প্রায় ৭২ হাজার সুবিধাভোগীকে ঋণ প্রদান করেছে। □

জানুয়ারি ২০২৩, দৈনিক কালের কণ্ঠ পত্রিকায় প্রকাশিত

মিরপুরস্থ আহ্ছানিয়া মিশন ক্যান্সার এন্ড জেনারেল হাসপাতালের পরিচালক কাজী ফরহাদ আলভী আনুষ্ঠানিকভাবে অনলাইনে টেস্ট রিপোর্ট প্রেরণের মাধ্যমে অনলাইন সিস্টেমের সূচনা করেন

প্রযুক্তির পথে একধাপ এগিয়ে গেল এএমসিজিএইচ, মিরপুর

আহ্ছানিয়া মিশন ক্যান্সার এন্ড জেনারেল হাসপাতাল মিরপুরের উদ্যোগে রোগীদের সুবিধার্থে অনলাইন রিপোর্টিং প্রেরণের ব্যবস্থা এবং রক্তের প্লাজমা থেকে প্লাটিলেট তৈরি করার প্রযুক্তির যথাযথ ব্যবহার শুরু হয়েছে। ১২ এপ্রিল ২০২৩ মিরপুরস্থ আহ্ছানিয়া মিশন ক্যান্সার এন্ড জেনারেল হাসপাতালের পরিচালক কাজী ফরহাদ আলভী আনুষ্ঠানিকভাবে অনলাইনে টেস্ট রিপোর্ট প্রেরণের মাধ্যমে এই অনলাইন সিস্টেমের সূচনা করেন। একই সাথে তিনি ব্লাড ব্যাংকের কনসালটেন্টদের নিরলস প্রচেষ্টায় রক্তের প্লাজমা থেকে প্লাটিলেট তৈরি করার অত্যাধুনিক প্রযুক্তির উদ্বোধন করেন। এ সময় উপস্থিত ছিলেন হাসপাতালের উপ-পরিচালক ও সিনিয়র কনসালটেন্ট ডা. সুব্রত মিস্ত্রী, অনকোলজী বিভাগের প্রধান সিনিয়র কনসালটেন্ট ডা. ইসলাম চৌধুরী, গাইনী কনসালটেন্ট ডা. সেলিনা পারভীন, ব্লাড ব্যাংক এবং প্যাথলজি বিভাগের ইনচার্জ, মেডিকেল টেকনোলজিস্ট ও প্রশাসন বিভাগের কর্মকর্তাবৃন্দ।

রোগীদের চাহিদা মোতাবেক অনলাইনের মাধ্যমে সরাসরি ল্যাবের সিসমেক্স মেশিন হতে দ্রুত টেস্ট রিপোর্ট প্রেরণ করা হবে। এই পদ্ধতি চালু হলে রোগীদের রিপোর্ট ডেলিভারী কাউন্টারে রিপোর্টের জন্য ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপেক্ষা করতে হবেনা। এছাড়া বর্তমানে ডেঙ্গু রোগের প্রাদুর্ভাব বৃদ্ধি পাওয়ায় প্লাটিলেট কমে আশংকাজনক অবস্থার সৃষ্টি হয়, এমতাবস্থায় দ্রুত রোগীকে প্লাটিলেট দিতে হয়। এই প্রযুক্তি ব্যবহার করে প্লাজমা থেকে প্লাটিলেট তৈরি করে অত্যন্ত কম সময়ে সাশ্রয়ী মূল্যে রোগীকে সরবরাহ করা যাবে।

বিশ্ব তামাকমুক্ত দিবস উপলক্ষ্যে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের স্বাস্থ্যসেক্টর আয়োজিত দেশের বিভিন্ন স্থানের কর্মসূচি

বিশ্ব তামাকমুক্ত দিবস উপলক্ষে ৩০ জেলায় ভিন্ন ভিন্ন কর্মসূচি

'তামাক নয়, খাদ্য ফলান' প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে বিশ্ব তামাকমুক্ত দিবস উপলক্ষ্যে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের উদ্যোগে ৩০ জেলায় মানববন্ধন ও র‍্যালি অনুষ্ঠিত হয়েছে।

এ সময়, প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত ২০৪০ সালের মধ্যে দেশকে তামাকমুক্ত করা এবং ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন ২০০৫ (সংশোধিত ২০১৩) সংশোধনের লক্ষ্যে প্রস্তাবিত খসড়া আইনটি দ্রুত পাশ করে এর বাস্তবায়নের দাবি জানান বক্তারা। পরে জেলা প্রশাসক বরাবর তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনের সংশোধনী দ্রুত পাসের দাবিতে একটি স্মারকলিপি পেশ করা হয়।

বক্তারা জানান, খসড়া আইনটি পাশ হলে, দেশে তামাকের ব্যবহার হ্রাস এবং এর মারাত্মক স্বাস্থ্য ও অর্থনৈতিক ক্ষতি আরো কমানো সম্ভব হবে। একই সঙ্গে তামাক ব্যবহারের ফলে প্রতিবছর যে ১লাখ ৬১ হাজার মানুষের প্রাণহানি হয় সেটি কমানো সম্ভব হবে। এছাড়াও তামাক ব্যবহারজনিত কারণে উৎপাদনশীলতা হারানো এবং চিকিৎসা বাবদ বছরে যে ৩০ হাজার কোটি টাকা ব্যয় হয় তাও কমানো সম্ভব হবে।

তামাক চাষীদের জন্য বিকল্প শস্য উৎপাদন এবং বিপণনের সুযোগ সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করা এবং তাদের টেকসই, পুষ্টিকর ফসল চাষে উৎসাহিত করা।

সে বিষয়ে জনসাধারণ এবং নীতি নির্ধারণী পর্যায়ে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এ বছর দিবসটির প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করেছে 'গ্রো ফুড, নট টোব্যাকো' যার বাংলা ভাবার্থ করা হয়েছে- তামাক নয়, খাদ্য ফলান। এদিকে, দিবসটি উপলক্ষ্যে রাজধানীতে জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ সেল আয়োজিত র‍্যালি ও শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণ করে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (ডব্লিএইচও) সদস্য রাষ্ট্রসমূহ ১৯৮৭ সালে বিশ্ব তামাকমুক্ত দিবস চালু করে। প্রতিবছর ৩১ মে বিশ্ব জুড়ে দিবসটি পালন করা হয়।

মিরপুরে সায়েন্টিফিক কনফারেন্স ২০২৩ ও ডক্টর'স ক্লাবের প্রথম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালন

মিরপুর এএমসিজিএইচ আপডেট নামক শুভেচ্ছা স্মারকের মোড়ক উন্মোচন

১৫ জুন ২০২৩, বৃহস্পতিবার, আহ্ছানিয়া মিশন ক্যান্সার এন্ড জেনারেল হাসপাতাল (এএমসিজিএইচ), মিরপুর-এর সায়েন্টিফিক কনফারেন্স ২০২৩ ও ডক্টর'স ক্লাবের প্রথম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে রাজধানীর একটি চাইনিজ রেস্টুরেন্টে আলোচনাসহ দিনব্যাপী ভিন্ন ভিন্ন আয়োজন অনুষ্ঠিত হয়।

আলোচনা সভায় আহ্ছানিয়া মিশন ক্যান্সার এন্ড জেনারেল হাসপাতালের পরিচালক কাজী ফরহাদ আলভীর সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের সহ-সভাপতি প্রফেসর ড. কাজী শরিফুল আলম। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের নির্বাহী পরিচালক মো. সাজেদুল কাইয়ুম দুলাল।

দিনব্যাপী এই কনফারেন্সে ডা. ইসলাম চৌধুরী, ডা. সুব্রত মিস্ত্রী ও ডা. সেলিনা পারভীনের ৩টি আলাদা প্রেজেন্টেশনসহ 'মিরপুর এএমসিজিএইচ আপডেটস' নামক একটি শুভেচ্ছা স্মারক প্রকাশনার মোড়ক উন্মোচন, আলোচনা, র‍্যাফেল ড্র ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

এছাড়াও অনুষ্ঠানে ক্যান্সার হাসপাতালের চিকিৎসক ডা. নাহিদ সুলতানা ও ডা. শারমীন হোসেনসহ ডক্টর'স ক্লাবের সকল সদস্যবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

নিরাপদ মাতৃত্ব দিবস ২০২৩ উদযাপন

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন, স্বাস্থ্য সেক্টর কতৃক পরিচালিত, আরবান প্রাইমারী হেলথ কেয়ার সার্ভিসেস ডেলিভারী প্রজেক্ট-২য় পর্যায়, ডিএনসিসি, পিএ-০৩ উদ্যোগে ২৮ মে ২০২৩ নিরাপদ মাতৃত্ব দিবস-২০২৩ উপলক্ষ্যে নগর মাতৃসদনে নিরাপদ মাতৃত্বের গুরুত্ব বিষয়ক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। প্রকল্প ব্যবস্থাপক ডা. নায়লা পারভিনের সভাপতিত্বে উক্ত আলোচনা সভায় ওয়ার্ড কাউন্সিলর (সংরক্ষিত মহিলা ওয়ার্ড নং ৯, ১০, ১১) রাজিয়া সুলতানা ইতি প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। আলোচনা সভায় উত্তর সিটি কর্পোরেশনের ১০, ১১ ও ১৬ নং ওয়ার্ড এলাকার গর্ভবতী মা, প্রসব পরবর্তী মা, কিশোর কিশোরীদের অভিভাবকগণ উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া প্রকল্পের বিসিসি ফার্মের প্রতিনিধি, প্রকল্পের কর্মকর্তা অন্যান্য সহকর্মীগণ উপস্থিত ছিলেন।

নারী মাদকাসক্তি চিকিৎসায় সফলতা বিষয়ক আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখছেন অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি

সামাজিক স্টিগমার কারণে নারী মাদকসক্তরা চিকিৎসা গ্রহণে অনাগ্রহী

সামাজিক স্টিগমার কারণে নারী মাদকনির্ভশীলরা চিকিৎসা গ্রহণে অনাগ্রহী। দেশে পুরুষের পাশাপাশি নারী মাদক গ্রহণকারীর হার আশংকাজনকভাবে বাড়ছে। নারীদের মাদকগ্রহণ নিয়ন্ত্রণ করা না গেলে তা সমাজে এক সময় ভয়ংকর রূপ নিবে। নারী মাদকাসক্তি চিকিৎসায় সফলতার সাথে ৯ বছর পেরিয়ে ১০ম বছরে পদার্পনে বুধবার, ১২ এপ্রিল ২০২৩ দুপুরে শ্যামলীস্থ ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন নারী মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কেন্দ্র আয়োজিত প্রতিষ্ঠানটির সভাকক্ষে এক আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের অতিরিক্ত পরিচালক মো. জাফরুল্ল্যাহ কাজল এ কথা বলেন।

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন স্বাস্থ্য ও ওয়াশ সেক্টরের পরিচালক ইকবাল মাসুদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মনোরোগ বিশেষজ্ঞ ডা. আক্তারুজ্জামান সেলিম, স্বাস্থ্য সেক্টরের সহকারী পরিচালক (মেডিকেল সার্ভিসেস) ডা নায়লা পারভীন, সিনিয়র সাইকোলজিস্ট রাখী গাঙ্গুলী।

এ সময় স্বাস্থ্য সেক্টরের পরিচালক ইকবাল মাসুদ বলেন, ঢাকা আহছানিয়া মিশন নারী মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কেন্দ্র ২০১৪ সাল থেকে এখন পর্যন্ত ৬৪৭ জন নারী মাদকনির্ভরশীল, মানসিক ব্যাধি ও আচরণগত বিষয়ক চিকিৎসা প্রদান করা হয়। এর মধ্যে ১২৯ জন রোগী পুনরায় চিকিৎসা গ্রহণ করে। চিকিৎসাসেবা গ্রহণকারী নারীদের মধ্যে ৩৩% ইয়াবা গ্রহণকারী, ২৮% গাঁজা, ১৬% ঘুমের ওষুধ, ১৫% একই সাথে বিভিন্ন মাদক গ্রহণকারী, ২% মদ, ২% শিরায় মাদক গ্রহণকারী বাকিরা অন্যান্য মাদক গ্রহণকারী। এই কেন্দ্রে কেবল নারীদের দ্বারাই নারী মাদকনির্ভরশীলদের চিকিৎসা প্রদান করা হয়। যেহেতু মাদকনির্ভরশীলতা একটি অসুস্থতা বিধায় মাদকমুক্তরা পুনরায় মাদক নির্ভরশীল না হয় সে ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে প্রতিষ্ঠানটি। এসময় অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন, ঢাকা আহছানিয়া মিশন স্বাস্থ্য সেক্টরের যুগ্ম পরিচালক কে এস এম তারিক, সহকারী পরিচালক মোখলেছুর রহমানসহ অন্যান্যরা

নিরাপদ সড়কের দাবিতে সিএনজি চালকদের মানববন্ধন কর্মসূচি

নিরাপদ সড়কের দাবিতে চালকদের সংহতি প্রকাশ

সড়কে যানবাহনের সর্বোচ্চ গতি নির্ধারণসহ নিরাপদ সড়কের দাবি জানিছেন সিএনজি চালকরা। ৭ম জাতিসংঘ বৈশ্বিক নিরাপদ সড়ক সপ্তাহ ২০২৩ পালন উপলক্ষ্যে সংহতি প্রকাশের মাধ্যমে তারা এই দাবি জানান। তারা বলেন, প্রতিনিয়ত সড়কে দুর্ঘটনা ঘটছে। আর এতে অকালে প্রাণ হারাচ্ছে শত শত মানুষ। এই দুর্ঘটনার পেছনে যেমনিভাবে চালকরা দায়ী ঠিক তেমনই পথচারীরাও দায়ী। তাই সড়ক দুর্ঘটনা রুখতে চালক এবং পথচারীদের আরো সচেতন হতে হবে।

২০ মে ২০২৩ ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন স্বাস্থ্য সেক্টরের আয়োজনে রাজধানীর মোহাম্মদপুর এলাকায় এক মানববন্ধনে এই দাবি জানানো হয়। এবারের প্রতিপাদ্য বিষয় হলো "রিথিংক মোবিলিটি"।

উক্ত মানববন্ধনে সিএনজি চালকরা যে সকল দাবি জানান তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো সড়ক পথচারী বান্ধব করা, যত্রতত্র যানবাহন পার্কিং না করা, পথচারীরা অনিয়মে রাস্তা পারাপার না হওয়া, রাস্তা পারাপার অবস্থায় মুঠোফোন ব্যবহার না করা, ট্রাফিক নির্দেশনা মেনে চলা ইত্যাদি। ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের সাথে সড়ক নিয়ে কাজ করা বিভিন্ন সংগঠনসহ ঢাকা উদ্যান সিএনজি চালক সমিতি মানববন্ধনে যুক্ত হয়ে এই সংহতির সাথে একাত্মতা প্রকাশ করেন।

উল্লেখ্য, গত এপ্রিল মাসে ৫২৬টি সড়ক দুর্ঘটনায় ৫৫২ জন নিহত হয়েছেন এবং আহত হয়েছেন ৮৫২ জন। সড়কে দুর্ঘটনায় নিহত-আহতদের মধ্যে ১৬৩ জন চালক, ৯০ জন পথচারী, ৩৭ জন পরিবহনকর্মী, ৩২ জন শিক্ষার্থী, ৪ জন শিক্ষক, ২৫ জন আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্য বলে জানা গেছে। তাদের মধ্যে ৭৩ জন নারী ও ৬৩ জন শিশু। এপ্রিল মাসে সড়ক দুর্ঘটনায় প্রতিদিন গড়ে ১৬ জন নিহত হয়েছেন বলে সুত্রে জানা গেছে।

মিডিয়া ব্রিফিংয়ে বক্তব্য রাখছেন আহছানিয়া মিশন ইয়ুথ ফর হেলথ এন্ড ওয়েলবিং-এর ফোকাল পার্সন

তরুণদের মাদক নির্ভরশীলতার পেছনে অসচেতনতাই মূল কারণ

বাংলাদেশের তরুণদের মধ্যে মাদক নির্ভরশীলতার সমস্যা মোকাবেলা করার জন্য, শিক্ষা, প্রতিরোধ এবং চিকিৎসা ব্যবস্থাকে সমন্বিত করে বহুমুখী পদ্ধতি চালু করা প্রয়োজন। মাদক সম্পর্কিত শিক্ষা কার্যক্রম তরুণদের মাঝে মাদক সেবনের সাথে সম্পর্কিত ঝুঁকিগুলো বুঝতে এবং সমবয়সীদের প্ররোচনায় মাদক গ্রহণ করা থেকে প্রতিরোধ করার জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতা ও জ্ঞান অর্জন করতে সাহায্য করতে পারে। প্রতিরোধের প্রচেষ্টার মধ্যে মাদক বিক্রির বিরুদ্ধে কঠোর আইন এবং সমাজের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কর্মসূচি অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন।

১৮ জুন ২০২৩, রবিবার ৩টায় রাজধানীর শ্যামলীস্থ ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন স্বাস্থ্যসেক্টরের অর্কিড মিটিং রুমে আহছানিয়া মিশন ইয়ুথ ফর হেলথ এন্ড ওয়েলবিং আয়োজিত মিডিয়া ব্রিফিংয়ে এমন মন্তব্য করেন তরুণ সমাজ। উক্ত মিডিয়া ব্রিফিংটি ২৬ জুন 'মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার ও অবৈধ পাচার বিরোধী আন্তর্জাতিক দিবস' উপলক্ষ্যে মাসব্যাপী কর্মসূচির আয়োজনকল্পে "আহছানিয়া মিশন ইয়ুথ ফর হেলথ এন্ড ওয়েলবিং" আয়োজন করেন। সংগঠনটির ফোকাল পার্সন মারজানা মুনতাহা জানান, বাংলাদেশের তরুণদের মধ্যে মাদকদ্রব্যের ব্যবহার একটি গুরুতর সমস্যা যা সমাধানে সমাজের সকল স্তরের মানুষের সহযোগিতা প্রয়োজন। ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন ইউএনওডিসি (ইউনাইটেড ন্যাসন্স অফিস অন ড্রাগস এন্ড ক্রাইম) এবং ডিএপিসি (ড্রাগ এন্ড এলকোহল প্রিভেনশন সেন্টার) এর সহয়তায় 'এনহ্যানসিং দ্যা ক্যাপাসিটি অব সিভিল সোসাইটি টু প্রিভেন্ট ড্রাগ এবিউস এমাং দ্যা ইউথ' প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করছে।

বিশ্ব থ্যালাসেমিয়া দিবস পালন

বিশ্ব থ্যালাসেমিয়া দিবস উপলক্ষ্যে ১৫ মে ২০২৩ আহ্ছানিয়া মিশন ক্যান্সার এন্ড জেনারেল হসপিটালে থ্যালাসেমিয়া সচেতনতা র‍্যালি ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। থ্যালাসেমিয়া সচেতনতায় বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে উপস্থাপনা করেন হসপিটালের সিনিয়র কন্সালটেন্ট ডাক্তার প্রফেসর তাসনিম আরা এবং ব্লাড ও বিএমটি স্পেশালিস্ট ডা. এ জুবায়ের খান। এসময় উপস্থিত ছিলেন হসপিটালের বিভিন্ন বিভাগের ডাক্তারগণ, আহছানিয়া মিশন মেডিকেল কলেজের প্রিন্সিপাল, শিক্ষক ও ছাত্রছাত্রীরা। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন হসপিটালের পরিচালকসহ কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ।

সমৃদ্ধ সমাজ গঠনে তরুণ সমাজকে মাদক প্রতিরোধে সম্পৃক্ত হতে হবে

- মহাপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর

মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার ও অবৈধ পাচার বিরোধী আন্তর্জাতিক দিবস ২০২৩ উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন আবদুল ওয়াহাব ভূঞা

যুবক বয়সে মস্তিষ্কের বৃদ্ধি ও বিকাশ ঘটে। অল্প বয়সে মাদক সেবন করা মস্কিষ্কের বিকাশ প্রক্রিয়াগুলিতে প্রভাবিত করতে পারে। এটি তাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণকেও প্রভাবিত করতে পারে। এর ফলে তারা মাদক গ্রহণসহ ঝুঁকিপূর্ণ কাজে সম্পৃক্ত হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে। অল্পবয়সীরা যত আগে মাদক ব্যবহার শুরু করে, তত পরবর্তী জীবনে মাদক নির্ভরশীল হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে। তাই তরুণ সমাজকে মাদক প্রতিরোধে সম্পৃক্ত হতে হবে। পাশাপাশি মাদক প্রতিরোধ কর্মসূচিতে পরিবার, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, সমাজ এবং মিডিয়ার সম্পৃক্ততা মাদক হ্রাসে ভূমিকা রাখতে পারে।

আহ্ছানউল্লা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় এবং ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন স্বাস্থ্য সেক্টরের যৌথ উদ্যোগে ১২ জুন, সোমবার আহ্ছানউল্লা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের ড. এম. এইচ. খান অডিটোরিয়ামে, মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার ও অবৈধ পাচার বিরোধী আন্তর্জাতিক দিবস ২০২৩ উপলক্ষ্যে "সমৃদ্ধ সমাজ গঠনে ও মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার রোধে যুব সমাজের ভূমিকা" শীর্ষক আলোচনা সভার প্রধান অতিথির বক্তব্যে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক আবদুল ওয়াহাব ভূঞা একথা বলেন। তিনি আরো বলেন যারা মাদক ব্যবহার করেন, বিশেষ করে যারা নির্ভরশীলতার সাথে লড়াই করছেন তারা বৈষম্যের সম্মুখীন হন এবং সাহায্য পাওয়ার ক্ষেত্রে বাধার সম্মুখীন হন।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র নির্দেশনা ও পরামর্শদান কেন্দ্রের পরিচালক এবং এডুকেশনাল ও কাউন্সেলিং সাইকোলজি বিভাগের বিভাগীয় চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মেহ্জাবীন হক এবং কেন্দ্রীয় মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রের চিফ কনসালটেন্ট ডা. শোয়েবুর রেজা চৌধুরী। অনুষ্ঠানের মূখ্য আলোচক জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউটের সহযোগী অধ্যাপক ডা. হেলাল উদ্দীন।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন আহ্ছানউল্লা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ফাজলী ইলাহীর সভাপতিত্বে স্বাগত বক্তব্য রাখেন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের স্বাস্থ্য সেক্টরের পরিচালক ইকবাল মাসুদ। এছাড়া সভায় বক্তব্য রাখেন মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের অতিরিক্ত পরিচালক জাফরউল্লা কাজল এবং আহ্ছানউল্লা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রকল্যাণ উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মো. মিজানুর রহমান, ইয়ুথ লিডার মারজানা মুনতাহা ও আকিব দিপু।

গাজীপুর ও ঢাকায় অসহায় নারীদের মাঝে সেলাই মেশিন বিতরণ

গাজীপুর জেলার কালিগঞ্জ উপজেলার ফুলদী আহ্ছানিয়া মিশন অফিস কক্ষে সেলাই মেশিন বিতরণ করা হয়

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের উদ্যোগে দরিদ্র ও অসহায় নারীদের মধ্যে সেলাই মেশিন বিতরণ করা হয়েছে। গত ২৬ মে ২০২৩, শুক্রবার, গাজীপুর জেলার কালিগঞ্জ উপজেলার ফুলদী আহ্ছানিয়া মিশন অফিস কক্ষে এক অনানুষ্ঠানিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এই সেলাই মেশিন বিতরণ করা হয়। বিতরণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন- ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের ভাইস প্রেসিডেন্ট প্রফেসর ড. কাজী শরিফুল আলম, সাধারণ সম্পাদক ইঞ্জিনিয়ার এ.এফ. এম গোলাম শরফুদ্দিন, ফুলদি আহ্ছানিয়া মিশনের কর্মকর্তাবৃন্দ ও স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ।

সেলাই মেশিন বিতরণ অনুষ্ঠানে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের ভাইস প্রেসিডেন্ট প্রফেসর ড. কাজী শরিফুল আলম বলেন, অসহায় ও দরিদ্র নারীরা এই সেলাই মেশিন ব্যবহার করে যে বাড়তি আয় করবে তা দিয়ে তাদের সংসারের অভাব-অনটন ঘুচবে।

অনুষ্ঠানে মিশনের সাধারণ সম্পাদক ইঞ্জিনিয়ার এ.এফ.এম গোলাম শরফুদ্দিন বলেন, ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন মানবতার সেবায় কাজ করে যাচ্ছে। মানুষের দোর গোড়ায় তাদের চাহিদানুযায়ী সেবা পৌঁছে দেয়া আমাদের নৈতিক দায়িত্ব। এরই অংশ হিসেবে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের উদ্যোগে আজ আপনাদের মাঝে এই সেলাই মেশিন বিতরণ করা হলো। অনুষ্ঠানে সকলের মঙ্গল এবং সেলাই মেশিনপ্রাপ্ত অসহায় এবং দরিদ্র নারীদের সফলতা কামনা করে দোয়া ও মোনাজাত করা হয়।

এদিকে গত ১৮ মে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের প্রধান কার্যালয়ে খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.)-এর ১৫০তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানেও অনুরূপভাবে অসহায়দের মাঝে সেলাই মেশিন বিতরণ করা হয়।

সড়কে দুর্ঘটনার পিছনে বড় কারণ মাদক

তরিকুল ইসলাম

'বেপরোয়া ড্রাইভিং' বাংলাদেশে সড়কে প্রাণহানির প্রধান কারণ এবং এই বেপরোয়া ড্রাইভিংয়ের জন্য প্রধানত মাদকাসক্তিকে দায়ী করা হয়। প্রতিবছরই ২৬ জুন মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার ও অবৈধ পাচার রোধে সারাবিশ্বে 'আন্তর্জাতিক মাদকবিরোধী দিবস' পালিত হয়। কিন্তু কোনো অবস্থাতেই দেশে বন্ধ হচ্ছেনা মাদক ব্যবহারের ফলে সড়কে দুর্ঘটনার মতো ভয়াবহ ঘটনা। নেশাগ্রস্থ কিংবা ঘুমকাতুরে হয়ে গাড়ি চালানোর জন্যও অনেক দুর্ঘটনা ঘটে। দূরপাল্লার যানবাহনের চালকদের মধ্যে বড় একটি অংশ বিভিন্ন ধরনের মাদক গ্রহণ করেন। তাদের মধ্যে ইয়াবা সেবনকারীর সংখ্যাই বেশি। অনেকেই গাঁজা ও ফেনসিডিলে আসক্ত। নাম পকাশ না করার শর্তে আসক্ত একাধিক চালক জানান, তারা নেশা করে গাড়ি চালান ক্লান্তি দূর করার উদ্দেশ্য নিয়ে।

২০১৬ সালের আগস্ট মাসের ৩১ তারিখে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের আয়োজনে 'মাদকাসক্তি ও সড়ক দুর্ঘটনা' শীর্ষক এক গোলটেবিলের তথ্যমতে জানা যায়, গাড়িচালকদের মাদক সেবনের কারণে ৩০ শতাংশ সড়ক দুর্ঘটনা ঘটে। আর ৯৮ শতাংশ চালক কোনো না কোনোভাবে মাদক গ্রহণ করেন। ৫০০ জন বাস ও ট্রাকচালকের ওপর জরিপ চালিয়ে এ তথ্য পাওয়া গেছে বলে তারা জানান।

বিশ্বের উন্নত দেশগুলোতে সড়ক নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে চালকদের ডোপ টেস্ট (মাদক পরীক্ষা) অনেকটাই বাধ্যতামূলক। বিভিন্ন গবেষণায় বলা হয়েছে, বাংলাদেশে সড়ক দুর্ঘটনার হার দক্ষিণ এশিয়ায় সর্বোচ্চ। বৈশ্বিক বিবেচনাতেও প্রথম সারির দিকে অবস্থান বাংলাদেশের। সড়ক দুর্ঘটনার নেপথ্যে অন্যতম কারণ হলো চালকের মাদকাসক্তি।

চালকদের বড় অংশই মাদকাসক্ত। ব্র্যাকের রোড সেফটি কর্মসূচির আওতায় পরিচালিত এক জরিপে দেখা যায়, ভারি যানবাহন (বাস-ট্রাক) চালকদের প্রায় ৬৯ শতাংশ মাদক সেবন করেন। সড়ক পরিবহন আইন-২০১৮ অনুযায়ী, মদ্যপান বা নেশাজাতীয় দ্রব্য সেবন করে চালক মোটরযান চালালে ৩ মাসের কারাদন্ড, ১০ হাজার টাকা জরিমানা অথবা উভয় দন্ডের বিধান রয়েছে।

বিভিন্ন সময়ে গণমাধ্যমে পকাশিত তথ্যে দেখা যায়, ঢাকায় কমপক্ষে ৫০ হাজার গণপরিবহন চালক ও তাদের সহকারীরা মাদকাসক্ত। ক্রমাগত ক্লান্তি ও বিষণ্নতায় বেশিরভাগ চালক ও চালকের সহকারীরা (হেলপার/কন্ডাক্টর) ইয়াবা, গাঁজা, ফেনসিডিলসহ বিভিন্ন ধরনের মাদকদ্রব্য সেবন করে থাকে। বাংলাদেশ পুলিশের কাছ থেকে পাপ্ত ১৯৯৮-২০১৪ সালের তথ্য বিশ্লেষণ করে বাংলাদেশ প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (বুয়েট) অ্যাক্সিডেন্ট রিসার্চ ইনস্টিটিউট জানায়, দেশে পায় ১০% চালক মাদকদ্রব্য সেবন করে। আলোচিত বিষয় 'গণপরিবহনে নারীদের প্রতি সহিংসতা ও হয়রানি'র ঘটনা বৃদ্ধির পেছনে চালক ও সহকারীদের মাদকাসক্তিকে বড় কারণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

মাদকের সঙ্গে ধূমপান ও তামাকের গভীর সম্পর্ক রয়েছে। বলা যায়, এ বিষয়টি সর্বস্তরেই পরিষ্কার। ধূমপান ও তামাকে আসক্ত চালকদের মধ্যে মাদক গ্রহণের প্রবণতা বেশি লক্ষ্য করা গেছে। তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন অনুসারে, গণপরিবহনে ধূমপান নিষিদ্ধ হওয়ায় যাত্রী সাধারণ বর্তমানে বাসের ভেতরে ধূমপান করেন না। শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত বাসসমূহ ছাড়া অধিকাংশ সিটি সার্ভিস ও আন্তঃনগর বাসে প্রায়শই চালক ও তাদের সহকারীদের ধূমপান করতে দেখা যায়। চলতি পথে অনেক সময় দেখা যায় বাসে চালকদের অনেকের হাতে সিগারেট থাকে। চলন্ত গাড়িতে সিগারেট ধরানোর জন্য দুই হাতের ব্যবহার করতে হয়। অল্প সময়ের মনোযোগে এই বিচ্যুতি দুর্ঘটনার ঝুঁকি বৃদ্ধি করতে পারে। এছাড়া সিগারেটটি জ্বালানোর পর এক হাতে যখন সিগারেট থাকে, বারংবার সিগারেটকে ঠোঁটের কাছে নিতে হয়। জানালা দিয়ে মুখ বের করে ধোঁয়া ছাড়তে দেখা যায়। তখন স্বাভাবিকভাবেই নেশার দিকে মনোযোগ যায়। এটিও দুর্ঘটনার ঝুঁকি বৃদ্ধি করতে পারে।

বিশেষজ্ঞরা সড়ক দুর্ঘটনার জন্য বিভিন্ন কারণ চিহ্নিত করেছেন। এ সকল কারণের মধ্যে মাদক গ্রহণ করে বেপরোয়া গাড়ি চালানো, ঝুঁকিপূর্ণ ওভারটেকিং, জরাজীর্ণ সড়ক, অযোগ্য যানবাহন, অদক্ষ চালক, গাড়ি চালানোর সময় মোবাইল ফোন বা হেডফোন ব্যবহার এবং সড়ক ব্যবহারকারীদের মধ্যে সচেতনতার অভাব অন্যতম।

২০২০ সালের ২২ অক্টোবর জাতীয় নিরাপদ সড়ক দিবসের অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা চালকদের ডোপ টেস্ট বাধ্যতামূলক করার যে নির্দেশনা দিয়েছিলেন, সেটার একটি ধাপ বাস্তবায়ন হয়েছে। তবে, তা ব্যাপক পরিসরে বিস্তৃত করা প্রয়োজন। তবে চালকদের মধ্যে মাদকাসক্তি প্রতিরোধে ডোপ টেস্টের উদ্যোগ নিয়েছে বিআরটিএ। এমনকি ড্রাইভিং লাইসেন্স নবায়ন করতে গেলেও লাগবে ডোপ টেস্ট। তার পরেও থেমে নেই মাদক ব্যবহারে সড়কে দুর্ঘটনা।

চালকদের মাদকমুক্ত থাকতে হবে। এ ব্যাপারে গাড়ির মালিকদেরও সচেতনতার প্রয়োজন। নিয়োগ দেওয়ার সময় তাদের নিশ্চিত হতে হবে চালক মাদক সেবন করে কি না। মাদকাসক্ত চালকদের শাস্তি দেওয়ার দায়িত্ব বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কতৃপক্ষের (বিআরটিএ)। দুর্ঘটনামুক্ত নিরাপদ সড়ক যাত্রীর জন্য যেমন প্রয়োজন, তেমনি চালকের জন্য প্রয়োজন। সড়কে মৃত্যুর মিছিল থামাতে সকলের সমন্বিত উদ্যোগ এবং ঐকান্তিক প্রচেষ্টা অপরিহার্য। সংশ্লিষ্ট সকলে সড়ক নিরাপত্তা বিষয়ে যত্নবান ও দায়িত্বশীল হলে দুর্ঘটনা কমে আসবে বলে আমি আশাবাদী।

একইসঙ্গে, শ্রমিক, মালিক, যাত্রী সাধারণ সকলকে আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে হবে। বিশেষ করে, নিরাপদ সড়ক নিশ্চিতে পেশাদার চালকদের দক্ষতা উন্নয়ন ও তাদের মাদক এবং ক্ষতিকর নেশামুক্ত করতে হবে। সড়কে মানুষের জীবনের সুরক্ষায় কোনো মাদকাসক্ত ব্যক্তিকে চাকরি দেওয়া উচিত হবে না। চালকদের মাদকাসক্তি চিহ্নিত করতে স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞদের মাধ্যমে উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহার বাড়াতে হবে। সেইসঙ্গে সড়ক-মহাসড়কে বাড়াতে হবে কঠোর নজরদারি। কোন যানবাহন যদি সড়কে অস্বাভাবিক চলাচল করে তাহলে সেই গাড়ি থামিয়ে চালকের ডোপ টেস্ট করতে হবে। মাদকাসক্তির পরীক্ষা শুরু হলেই অন্যরাও সতর্ক হয়ে সুপথে ফিরবে। সড়ক নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে নেশা আসক্ত চালকদের চিহ্নিত করার জন্য উন্নত বিশ্বে যেসব প্রযুক্তি ব্যবহার করা হচ্ছে তা আনার ব্যবস্থা করতে হবে।

নিরাপদ সড়ক হলে দেশের আপামর জনসাধারণ একটি নিরাপদ জীবন পাবে। প্রত্যাশা নিয়ে বের হতে পারবে এবং ঘরে ফিরতে পারবে।

তরিকুল ইসলাম, অ্যাডভোকেসি অফিসার (কমিউনিকেশন)
রোড সেইফটি প্রকল্প, ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন

রমজানে ৭০০ দরিদ্রদের মাঝে খাদ্য-সামগ্রী ও ইফতার প্যাকেজ বিতরণ

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের শিক্ষা সেক্টরের মাধ্যমে ৭০০ জন সুবিধাবঞ্চিত ব্যক্তি ও পথশিশুদের মধ্যে খাদ্য-সামগ্রী ও ইফতার প্যাকেজ প্রদান করা হয়েছে। মুসলিম এইড বাংলাদেশ-এর আর্থিক সহযোগিতায় রমজান ফুড প্যাকেজ ২০২৩ প্রকল্পের আওতায় ৮ এপ্রিল থেকে ২০২৩ এই কার্যক্রম শুরু হয়েছে। রাজধানী মোহাম্মাদপুর, যাত্রাবাড়ী, মতিঝিল, কমলাপুর, টিটিপাড়া, কমলাপুর রেলওয়ে স্টেশন এলাকার ৪০০জন শিশুদের মাঝে ইফতার প্যাকেজ তুলে দেওয়া হয়েছে। একই সাথে ঢাকার মিরপর, সাতক্ষীরার নলতা এবং পটুয়াখালী জেলার গলাচিপায় মোট ৩০০জন সুবিধাবঞ্চিত দরিদ্র পরিবারের মাঝে ৩০০০ টাকার সমমূল্যের খাদ্য-সামগ্রী প্রদান করা হয়েছে। প্রতিটি প্যাকেজে ৩৬ কেজি ওজনের খাদ্য সমাগ্রীর মধ্যে রয়েছে ২০ কেজি চাল, ৫ কেজি

রমজানে খাদ্য-সামগ্রী ও ইফতার প্যাকেজ গ্রহণ করছেন এক দরিদ্র নারী

আলু, ২ লিটার সয়াবিন তেল, ২ কেজি দেশি পিয়াজ, রসুন, ছোলা, এবং প্রতিটি পণ্য ১ কেজি করে মসুর ডাল, দেশি পেঁয়াজ, লবণ, খেজুর, মুড়ি, ছোলা, নুডুলস্ ইত্যাদি। এর মধ্যে মিরপুরে ১০০ জন দরিদ্র পরিবার ৩০০০ টাকা মূল্যের ফুড ভাউচার পেয়েছে, যার মাধ্যমে দরিদ্র পরিবার মিরপুরের একটি সুপার শপ থেকে যেকোনো খাদ্য সামগ্রী ক্রয় করতে পারবে।

খাদ্যসমাগ্রী ও ইফতার প্যাকেজ তুলে দিতে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন কমলাপুর, টিটিপাড়া, কমলাপুর রেলওয়ে স্টেশন এলাকায় ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের ৮ নং ওয়ার্ডের ওয়ার্ড কমিশনার মো. সুলতান মিয়া, সাথে যাত্রাবাড়ীতে ৪৯ নং ওয়ার্ডের ওয়ার্ড কমিশনার মো. বাদল সরদার, মিরপুরে ৬নং ওয়ার্ড কমিশনার তাজুল ইসলাম চৌধুরী, শিক্ষা সেক্টরের জয়েন্ট ডিরেক্টর মো. মনিরুজ্জামান, মুসলিম এইড বাংলাদেশের কান্ট্রি অফিসের প্রতিনিধি মো. ওয়ালিউল্লাহ, সাতক্ষীরার নলতায় ডামের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মো. রফিকুল ইসলাম বাচ্চু, পটুয়াখালির ডিআইসি প্রকল্পের প্রজেক্ট কো-আরডিনেটর মো. নাসিরউদ্দিন, মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তা এবং সংশ্লিষ্ট এলাকার বিভিন্ন সমাজসেবী ও স্বেচ্ছাসেবকবৃন্দ।

পথ ও কর্মজীবী শিশুদের মাঝে ঈদ উপহার বিতরণ

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের শিক্ষা সেক্টরের উদ্যোগে-২২ থেকে ২৫ জুন ৫১০ জন পথ ও কর্মজীবী শিশুর মাঝে ঈদ উপহার হিসেবে শুকনো খাবার বিতরণ করা হয়েছে। পথশিশুদের মাঝে খাদ্য বিতরণ ২০২৩ নামে এই স্বল্পমেয়াদী প্রকল্পটি হিউম্যান অ্যাপিল ইউকে এবং ডাম ইউকে-এর আর্থিক সহযোগিতায় এডুকেশন সেক্টর বাস্তবায়ন করছে। খাদ্য সামগ্রীর

মধ্যে ছিলো শিশুর পরিবার প্রতি ৭ কেজি চাল, ২ লিটার সয়াবিন তেল, ১ কেজি মশুর ডাল, ১ কেজি লবণ, ১ কেজি চিনি, ২ কেজি আলু, ২ কেজি পেঁয়াজ, ১ প্যাকেট সেমাই, ১ প্যাকেট গুড়া দুধ, ১ প্যাকেট নুডুলস। ঢাকার মোহাম্মদপুরে এডুকেশন সেক্টর পরিচালিত ড্রপ ইন সেন্টার, রংধনু ইউসিএলসি, কমলাপুরে অধিকার প্রকল্প, যাত্রাবাড়ি ড্রপ-ইন-সেন্টার ও মিরপুরে সুবিধাবঞ্চিত এই শিশু ও তাদের পরিবারের মাঝে এই প্যাকেজ বিতরণ করা হয়। এছাড়া ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন পরিচালিত কানন-এর পরিবারহীন শিশুদের জন্য ১০টি প্যাকেজ হস্তান্তর করা হয়েছে। মোহাম্মদপুর ও কমলাপুরে কাউন্সিলর অফিসে স্থানীয় কাউন্সিলরের উপস্থিতিতে বিতরণ করা হয়। এই সময় সংস্থার বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মী ও এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

আউস্টের ক্যাম্পাসকে ই-সিগারেটমুক্ত ঘোষণা

তরুণ সমাজকে ই-সিগারেট ও তামাকের করাল থাবা থেকে রক্ষা করতে হলে সংশোধিত খসড়া তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনটি দ্রুত পাশের দাবি জানিয়েছেন আহছানউল্লাহ্ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী ও 'আহ্ছানিয়া মিশন ইয়ুথ ফোরাম ফর হেলথ এন্ড ওয়েলবিয়িং'-এর সদস্যরা। এ সময় বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসকে সকল প্রকার তামাকসহ ই-সিগারেটমুক্ত ঘোষণা করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর ড. মুহাম্মদ ফজলী ইলাহী। ১৩ মে ২০২৩ বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে আহ্ছানিয়া মিশন ইয়ূথ ফোরাম ফর হেল্থ এন্ড ওয়েলবিয়িং আয়োজিত

তামাক বিরোধী ক্যাম্পেইনে এমন দাবি জানায় শিক্ষার্থীরা।

তরুণরা তাদের বক্তব্যে জানায়, বিশ্বে সর্বোচ্চ তামাক ব্যবহারকারী দেশের তালিকায় বাংলাদেশের নাম প্রথম সারির দিকে। দেশের একটি উল্লেখযোগ্য সংখ্যক তরুণ জনগোষ্ঠী তামাক ব্যবহার করে। এক সমীক্ষায় দেখা গেছে কিশোর বয়সী ধূমপায়ীদের শতকরা ৯০ শতাংশ মাত্র ১৩ বছর বয়সে এ ক্ষতিকর দ্রব্যের সাথে জড়িয়ে পরে। গোবাল ইয়ুথ টোবাক্যো সার্ভে অনুযায়ী বাংলাদেশে ১৩-১৫ বছর বয়সী কিশোর-কিশোরীদের মধ্যে ৬.৯% তামাক সেবন করে, যার মধ্যে ৩% তামাক সেবনকারী। কিন্তু সিগারেট, বিড়ি, জর্দা, গুল প্রভৃতি তামাকজাত দ্রব্য সহজলভ্য হওয়ায় এই ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ কমিয়ে আনা সম্ভব হচ্ছে না।

পাশাপাশি, সম্প্রতি তরুণদের মাঝে ই-সিগারেট ব্যবহারের প্রবণতা আশঙ্কাজনক ভাবে বেড়ে চলেছে। এসময় শিক্ষার্থীরা তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন সংশোধনের ক্ষেত্রে শতভাগ ধূমপানমুক্ত পরিবেশ নিশ্চিতকরণে পাবলিক প্লেসে স্মোকিং জোন বাতিল, তরুদেরকে রক্ষায় ই-সিগারেট নিষিদ্ধকরণ, তামাকজাত দ্রব্যের প্রদর্শনী বন্ধ ও বিড়ি-সিগারেটের খূচরা বিক্রয় নিষিদ্ধের পক্ষে বিভিন্ন ফেস্টুন নিয়ে ক্যাম্পেইনে অংশ নেয়।

ব্যবসায় নৈতিকতার ওপর আয়োজিত সেমিনারে বিভিন্ন শ্রেণী পেশা থেকে আগত আলোচকবৃন্দ

নৈতিকতার মানদন্ড মেনে চলে ব্যবসা করা দরকার: সেমিনারে বক্তারা

ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান গঠনের প্রধানতম কারণ মুনাফা-এ ব্যাপারে অধিকাংশ মানুষের দ্বিমত না থাকলেও এই মুনাফা লাভের প্রক্রিয়া, পরিমাণ এবং মুনাফা লাভের হার নিয়ে রয়েছে ভিন্ন ভিন্ন মত।

রাজধানীর আহ্ছানউল্লা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের সেমিনার হলে এথিক্স এডুকেশন ফর সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট (ইটুএসডি) ও দ্যা স্কুল অব বিজনেস, আউস্ট-এর যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত "ইমপোরটেন্স অব বিজনেস এথিক্স : পারসপেক্টিভ বাংলাদেশ" শীর্ষক সেমিনারে বক্তারা এসব কথা বলেন।

তারা বলেন, মুনাফার আরো নানা-ধরনের কারসাজি লক্ষ্য করা যায়। বক্তারা বলেন, নৈতিকতার মানদন্ড মেনে চলে ব্যবসা করা দরকার। ব্যবসা শুধুই নিজের কল্যাণের জন্য নয় বরং জনকল্যাণও ব্যবসায়িক ব্যবস্থাপনার একটি অংশ।

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের প্রেসিডেন্ট কাজী রফিকুল আলমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সোয়ান গ্রুপের চেয়ারম্যান খবির উদ্দিন খান। মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইবিএ-র অধ্যাপক ড. মেলিটা মেহজাবিন। স্বাগত বক্তব্য রাখেন আহ্ছানউল্লা ইউনির্ভাসিটির উপাচার্য প্রফেসর ড. মুহাম্মদ ফাজলি ইলাহী। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন আহ্ছানউল্লা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের ফ্যাকাল্টি অব বিজনেস এন্ড সোশ্যাল সাইন্সেস-এর ডীন প্রফেসর ড. সালেহ মো. মাসেদুল ইসলাম। অনুষ্ঠান উপস্থাপনা করেন ইটুএসডি-এর সিইও কাজী আলী রেজা।

আরো উপস্থিত ছিলেন এক্সপার্ট অব আইএলও লেবার স্ট্যান্ডার্ড নুরুন্নবী খান, গিবনস প্রফেসর অব ফাইন্যান্স বেন্টলে ইউনির্ভাসিটি, ইউএসএ ড. জাহাঙ্গীর সুলতান ও হজ্জ ফাইন্যান্স কোম্পানী লি.-এর ভাইস-চেয়ারম্যান মোহাম্মদ লকিয়তউল্লাহসহ দেশের শীর্ষ ব্যবসায়ীগণসহ বিভিন্ন শ্রেণী পেশার গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ।

অনুষ্ঠানে আহ্ছানউল্লা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের শেষ বর্ষের দেড় শতাধিক শিক্ষার্থী এবং ফ্যাকাল্টি মেম্বারগণ উপস্থিত ছিলেন।

নৈতিকতার সংকট দূর করতে না পারলে গভীর অন্ধকারে চলে যাবো

ইটুএসডি'র উদ্যোগে আয়োজিত শিক্ষক প্রশিক্ষণ বিষয়ক অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন ড. মিজানুর রহমান

২৪ জুন ২০২৩, শনিবার, রাজধানীর ধানমন্ডিস্থ বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ল'অ্যান্ড ইন্টারন্যাশনাল অ্যাফেয়ার্স (বিলিয়া) অডিটরিয়ামে শিক্ষক প্রশিক্ষণের মধ্যবর্তীকালীন মূল্যায়ন অনুষ্ঠিত হয়। এথিক্স এডুকেশন ফর সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট (ইটুএসডি)-এর উদ্যোগে অনুষ্ঠিত এই অনুষ্ঠানে পূর্বকালীন প্রশিক্ষণের বাস্তবায়ন নিয়ে কথা বলেন শিক্ষকবৃন্দ।

অনুষ্ঠানে মানবাধিকার কমিশনের সাবেক চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মিজানুর রহমানের সভাপতিত্বে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর উপপ্রশিক্ষণ সমন্বয়কারী সাইফুজ্জামান রানা, বিশিষ্ট সাংবাদিক চিন্ময় মুৎসুদ্দী, ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের সাবেক নির্বাহী পরিচালক ড. এম. এহ্ছানুর রহমান, হিমালয় বিজেতা এম. এ মুহিত, স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের রোগ নিয়ন্ত্রণ বিভাগের সাবেক পরিচালক অধ্যাপক ডা. বেনজির আহমেদ।

ড. মিজানুর রহমান বলেন, শিশুকালের শিক্ষাটাই ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে গেঁথে যায়। বর্তমানে নৈতিকতার বড় অভাব। নৈতিকতার যে সংকট তৈরি হয়েছে তা যদি পূরণ না করতে পারি আমরা গভীর অন্ধকারের দিয়ে চলে যাবো।

তিনি আরো বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা শিক্ষকতাকে আজ পবিত্র দায়িত্ব মনে করেনা। শিক্ষকদের সবচেয়ে বড় মূল্যায়ন হলো তার ছাত্রছাত্রীরা। অধ্যাপক ডা. বেনজির আহমেদ বলেন, ষাটোর্ধ শতকরা ৯৯ ভাগ মানুষের কোনো না কোনো অসুস্থ্যতা আছে। আমাদেরকে পরিবেশ ও পেশাগত স্বাস্থ্যের উন্নয়ন করতে হবে।

তিনি আরো বলেন, নৈতিক মূল্যবোধ ও নীতিমালার আলোকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও কর্মসূচি বাস্তবায়ন করাকে জনস্বাস্থ্যের নৈতিকতা হিসেবে গণ্য করা হয়। জনস্বাস্থ্যের মূল নৈতিকতা হলো জনকল্যাণ করা বিশেষ করে অনিষ্ট না করা, ন্যায্যতা, গোপনীয়তা রক্ষা করা, স্বচ্ছতা এবং দায়বদ্ধতা।

অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন ইটুএসডি-এর সিইও কাজী আলী রেজা।

কাপ-আপ প্রকল্পের অগ্রগতি পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত

কাপ-আপ প্রকল্পের বার্ষিক অগ্রগতি পর্যালোচনা সভায় বক্তব্য রাখছেন শিশু একাডেমির মহাপরিচালক আনজীর লিটন

বস্তি এলাকার সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিতকরণ ও প্রকল্পের অগ্রগতি স্টেকহোল্ডারদের জানানোর লক্ষ্যে ডাম কাপ-আপ প্রকল্পের বার্ষিক অগ্রগতি পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। রাজধানীর ধানমন্ডিস্থ ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের প্রধান কার্যালয়ের অডিটরিয়ামে ১৪ জুন এক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ শিশু একাডেমির মহাপরিচালক আনজীর লিটন। সভাপতিত্ব করেন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের নির্বাহী পরিচালক মো. সাজেদুল কাইয়ুম দুলাল। অনুষ্ঠানের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের আলোকে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন ডাম শিক্ষা সেক্টরের যুগ্ম পরিচালক মো. মনিরুজ্জামান। কাপ-আপ প্রকল্পের বার্ষিক অগ্রগতি পর্যালোচনা উপস্থাপনা করেন প্রকল্পের মনিটরিং ও ইভ্যালুয়েশন কোআরডিনেটর শেখ শফিকুর রহমান। প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতি তুলে ধরেন প্রকল্প ব্যবস্থাপক মো. মোদাচ্ছের হোসেন মাসুম।

প্রধান অতিথি আনজীর লিটন বলেন, যখন আপনি কোনো প্রতিষ্ঠানে যুক্ত হন তখন প্রতিষ্ঠানকে নিজের মনে করতে হবে। চাকরি করছি এটা ভাবা যাবে না। বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক তৈরি করতে হবে তাদের সাথে। আপনার চিন্তা-চেতনা ও মননে যদি তা থাকে তাহলে আপনি শতভাগ দিতে পারবেন। তখনই ওই প্রতিষ্ঠান সামনের দিকে এগিয়ে যাবে। সভায় অনান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ডামের কাপ-আপ প্রকল্পের বেসিক এডুকেশন কো-অর্ডিনেটর, ট্রেনিং কো-অর্ডিনেটর, ফিল্ড ম্যানেজার, টেকনিক্যাল অফিসার, প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সাংবাদিকসহ বিভিন্ন পর্যায়ের শিক্ষা উৎসাহী ব্যক্তিরা। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন রিপোর্টিং অ্যান্ড ডকুমেন্টেশন অফিসার মো রিজওয়ান আলম।

উল্লেখ্য, ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের কাপ-আপ প্রকল্প ৫ বছরে ঢাকার মিরপুর, মোহাম্মাদপুর এবং সৈয়দপুরের বস্তি-এলাকার ২৯২৫০ জন সুবিধাবঞ্চিত শিশুকে শিক্ষাসেবা প্রদানের লক্ষ্যে বাস্তবায়িত হচ্ছে।

শিক্ষা কর্মসূচির শ্রেষ্ঠ ইউসিএলসি ও শিক্ষক সম্মাননা ২০২৩ প্রদান

অতিথিদের সাথে ফটোসেশনে শ্রেষ্ঠ ইউসিএলসি প্রতিনিধি ও শ্রেষ্ঠ শিক্ষকগণ

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন (ডাম)-এর শিক্ষা কর্মসূচির ইউসিএলসি প্রকল্পের শ্রেষ্ঠ ইউসিএলসি ও শ্রেষ্ঠশিক্ষক সম্মাননা ২০২৩ প্রদান করা হয়েছে। ২৭ মে ২০২৩ ধানমন্ডিতে আহ্ছানিয়া মিশন প্রধান কার্যালয় অডিটরিয়ামে একটি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এই সম্মাননা প্রদান করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে ডামের শিক্ষা সেক্টরের জয়েন্ট ডিরেক্টর মো. মনিরুজ্জামান এর সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের প্রেসিডেন্ট কাজী রফিকুল আলম। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ডামের জেনারেল সেক্রেটারি ইঞ্জিনিয়ার আ.ফ.ম গোলাম শরফুদ্দিন এবং নির্বাহী পরিচালক মো. সাজেদুল কাইয়ুম দুলাল।

অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন ডাম কাপ-আপ প্রকল্পের প্রকল্প ব্যবস্থাপক মোদাচ্ছের হোসেন মাসুম। অনুষ্ঠানের প্রতিপাদ্য তুলে ধরে শ্রেষ্ঠ ইউসিএলসি ও শ্রেষ্ঠশিক্ষক সম্মাননা ২০২৩ ঘোষণা করেন ডাম শিক্ষা সেক্টরের শিক্ষা ও টিভিইটি সেক্টরের জয়েন্ট ডিরেক্টর মো. মনিরুজ্জামান।

এবারে শ্রেষ্ঠ ইউসিএলসির এওয়ার্ড ২০২৩- প্রথম স্থান অধিকার করেছে কাপ-আপ প্রকল্পের মিরপুর কর্মএলাকার জ্যোতি ইউসিএলসি। ডাম শিক্ষা সেক্টরের ৩টি উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কম্পোনেন্ট শ্রেষ্ঠ শিক্ষক ২০২৩ নির্বাচিত হয়েছেন। প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষায় মিরপুরের সিরামিক সিএলসির শিক্ষিকা আসমা আক্তার, প্রাথমিক শিক্ষায় মোহাম্মাদপুর এলাকার রংধনু সিএলসি শিক্ষিকা রুনিয়া আক্তার এবং জুনিয়র সেকেন্ডারি শিক্ষায় মিরপুরের জ্যোতি ইউসিএলসি শিক্ষিকা লাইনুন নাহার শ্রেষ্ঠ শিক্ষক হিসেবে নির্বাচিত হন। নির্বাচিত শ্রেষ্ঠ ইউসিএলসি ও শিক্ষিকাদের ক্রেস্ট ও সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়।

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের সম্মানিত প্রেসিডেন্ট কাজী রফিকুল আলম তার বক্তব্যে সকলকে প্রেষণা প্রদান করেন। প্রেসিডেন্ট কাজী রফিকুল আলমের উপস্থিতিতে শ্রেষ্ঠ ইউসিএলসি ও শ্রেষ্ঠ শিক্ষকগণ সম্মাননা ২০২৩ প্রাপ্ত সিএমসি সভাপতিগণ, শিক্ষিকাবৃন্দ ও কর্মকর্তাবৃন্দ এই সম্মাননা গ্রহণ করেন। নির্বাচিত শ্রেষ্ঠ ইউসিএলসির সিএমসি সভাপতি ও শ্রেষ্ঠ শিক্ষিকাগণ তাদের অনুভূতি প্রকাশ করেন এবং ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের প্রতি তাদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন ডাম প্রধান কার্যালয়ের শিক্ষা সেক্টরের বিভিন্ন কোঅর্ডিনেটর ও কর্মকর্তাবৃন্দ। অনুষ্ঠানটি উপস্থাপনা করেন মো. রিজওয়ান আলম।

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের উদ্যোগে ও নারায়ণগঞ্জ জেলা প্রশাসকের সহায়তায় বাল্যবিবাহ নিরোধ বিষয়ক সভা

সিইএমবি প্রকল্পটি বাল্যবিবাহ নিরোধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের শিক্ষা সেক্টরের কমব্যাটিং আর্লি ম্যারেজ ইন বাংলাদেশ (সিইএমবি) প্রকল্পটি গত ১ জানুয়ারি ২০২১ হইতে ৩০ জুন ২০২৩ পর্যন্ত ঢাকা বিভাগের ১২টি জেলায় ঢাকা, টাঙ্গাইল, কিশোরগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ, মুন্সিগঞ্জ, নরসিংদী, মানিকগঞ্জ, রাজবাড়ী, ফরিদপুর, গোপালগঞ্জ, শরিয়তপুর এবং মাদারীপুর, বাস্তবায়ন করছে। প্রকল্পের মাধ্যমে বাল্যবিবাহ নিরোধ বিধিমালা, ২০১৮-এর ৬নং ধারা অনুযায়ী জেলা বাল্যবিবাহ নিরোধ কমিটির (সিএমপিসি) সদস্যবৃন্দ যারা বাল্যবিবাহ নিরোধে মূল দায়িত্ববাহক, তাদের শিশু অধিকার লঙ্ঘন বিশেষত বাল্যবিয়ে বন্ধের ক্ষেত্রে জেলা পর্যায়ের প্রশাসনিক দায়িত্বশীল কর্মকর্তাদের সচেতনতা ও উদ্যোগ বৃদ্ধিতে সহযোগিতা করা। সিএমপিসি-এর সভাপতি হচ্ছেন জেলা প্রশাসক, সদস্য সচিব উপ-পরিচালক, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর এবং সদস্যবৃন্দ সকল উপজেলা নিবাহী কর্মকর্তা, সকল উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান, জেলার বিভিন্ন সেক্টর প্রধান ও জেলা প্রশাসক অনুমতি সাপেক্ষে প্রশাসনের বাহিরে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রধানগণ।

সিএমপিসির সদস্যবৃন্দদের জেলা পর্যায়ে বাল্যববিাহ নিরোধকল্পে বাৎসরিক কর্মপরিকল্পনা তৈরি ও তা বাস্তবায়ন দক্ষতা বৃদ্ধি করা হয়েছে। পাশাপশি সুশীল সমাজ, সাংবাদিক, বিভিন্ন নেটওর্য়াক গ্রুপ একই বিষয়ে দক্ষতা বৃদ্ধি, এডভোকেসি ও প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করা হয়। ১২টি জেলার ২৪টি বিদ্যালয়ে প্রায় ৪০০০শিক্ষাথ ীর অংশগ্রহণে বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে বিভিন্ন টুলস ব্যবহারের মাধ্যমে স্কুল ক্যাম্পেইন পরিচালনা করা হয়েছে।

আহছানিয়া মিশন কলেজের বার্ষিক প্রকাশনা

‘উত্তোরণ’-এর মোড়ক উন্মোচন

আহ্ছানিয়া মিশন কলেজের বার্ষিক প্রকাশনা ‘উত্তোরণ’ মোড়ক উন্মোচন করা হয়েছে। গত ৯ মে কলেজের প্রিন্সিপাল প্রফেসর মো. মফিজুর রহমান এই প্রকাশনার মোড়ক উন্মোচন করেন। এই সময় উপস্থিত ছিলেন কলেজের শিক্ষকবৃন্দ ও অন্যান্যরা। মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠানে মফিজুর রহমান বলেন, এই প্রকাশনাটি আহ্ছানিয়া মিশন কলেজের অনেকটা মুখপত্র হিসেবে কাজ করে। বছরের কার্যক্রম ও ইস্যুভিত্তিক লেখাগুলো বিভিন্ন শ্রেণিপেশার মানুষগুলোর কাছে কলেজ সম্পর্কে একটি সম্যক ধারণা দেয়। উল্লেখ্য, আহ্ছানিয়া মিশন কলেজ প্রতিবছর সকল কার্যক্রমের সংক্ষিপ্তসার নিয়ে এই প্রকাশনাটি বের করে।

রাজশাহীতে আহ্ছানিয়া মিশন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি হলেন প্রফেসর ড. মো. শহীদুল ইসলাম

রাজশাহীতে আহ্ছানিয়া মিশন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলর হিসেবে প্রফেসর ড. মো. শহীদুল ইসলাম গত ৩০ এপ্রিল ২০২৩ কর্মস্থলে যোগ দেন। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন ২০১০-এর (৩১)১ ধারা অনুযায়ী মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও বিশ্ববিদ্যায়ের চ্যান্সেলর চার বছর মেয়াদে তাঁকে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলর হিসেবে নিযুক্ত করেছেন।

তিনি এ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ভাইস-চ্যান্সেলর হিসেবে আনুষ্ঠানিকভাবে দায়িত্বভার গ্রহণ করায় বিশ্ববিদ্যালয়ের বোর্ড অব ট্রাস্টিজ, শিক্ষক ও কর্মকর্তা-কর্মচারী নবনিযুক্ত ভাইস-চ্যান্সেলরকে আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানিয়েছেন।

তারা আশাবাদ ব্যক্ত করেন, নবনিযুক্ত ভাইস-চ্যান্সেলর তার একাডেমিক প্রজ্ঞা ও সৃজনশীল চিন্তাধারা দ্বারা বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক ও প্রশাসনিক উন্নয়ন সাধন করবেন এবং তাঁর নিরলস প্রচেষ্টায় বিশ্ববিদ্যালয় দ্রুত সামনের দিকে এগিয়ে যাবে, পাশাপাশি বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্বিক উন্নয়নের গতি ত্বরান্বিত হবে।

প্রফেসর ড. মো. শহীদুল ইসলামকে ভাইস-চ্যান্সলের নিযুক্ত করায় তিনি ও বিশ্ববিদ্যালয় পরিবার বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর ও মহামান্য রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী এবং শিক্ষামন্ত্রীকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

প্রফেসর ড. মো. শহীদুল ইসলাম ১৯৭৫ সালের মার্চ মাসে নওগাঁ জেলার মহাদেবপুর উপজেলার সফাপুর গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি ২০০১ সালে চট্রগ্রাম প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (চুয়েট)-এর

প্রফেসর ড. মো. শহীদুল ইসলাম

ইলেকট্রিক্যাল এন্ড ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ থেকে বিএসসি ইঞ্জিনিয়ারিং এবং ২০০৫ সালে বাংলাদেশ প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট)-এর কম্পিউটার সাইন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ থেকে এমএসসি ডিগ্রি লাভ করেন এবং ২০১৬ সালে রাজশাহী প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (রুয়েট)-এর ইলেকট্রিক্যাল এন্ড ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ থেকে পিএইচডি ডিগ্রি লাভ করেন।

২০০১ সালের মে মাসে চট্রগ্রাম প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (চুয়েট) কম্পিউটার সাইন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে প্রভাষক হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেন এবং ২০০৫ সালে সহকারী অধ্যাপক হিসেবে যোগদান করেন।

এরপর ২০১০ সালে রাজশাহী প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (রুয়েট)-এর ইলেকট্রিক্যাল এন্ড ইলেকট্রনিক বিভাগে সহকারী অধ্যাপক, ২০১৩ সালে সহযোগী অধ্যাপক এবং ২০১৬ সাল হতে অধ্যাপক হিসেবে কর্মরত। এছাড়াও ইলেকট্রিক্যাল এন্ড কম্পিউটার বিভাগের বিভাগীয় প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

মনিটরিং, রিপোর্টিং ও ডকুমেন্টেশন বিষয়ক প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষণ দিচ্ছেন জনসংযোগ বিভাগের পরিচালক কাজী আলী রেজা

প্রকল্প কর্মীদের দক্ষতা উন্নয়নে প্রশিক্ষণ

১৮-১৯ জুন ২০২৩ ঢাকায় ও ২১-২২জুন ২০২৩ নীলফামারী জেলার সৈয়দপুরে কাপ-আপ প্রকল্পের কর্মীদের দক্ষতা উন্নয়নে অনুষ্ঠিত হলো মনিটরিং, রিপোর্টিং ও ডকুমেন্টশন বিষয়ক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। কার্যকরী মনিটরিং এবং রিপোর্টিং কৌশলসহ অংশগ্রহণকারীদের দক্ষতা উন্নয়নের লক্ষ্যে উক্ত প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়।

কিং আব্দুল্লাহ হিউম্যানিট্যারিয়ান ফাউন্ডেশনের অর্থায়নে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন বাস্তবায়িত কাপ-আপ প্রকল্পটি, সম্প্রতি প্রকল্পের কর্মীদের দক্ষতা উন্নয়নের লক্ষ্যে মনিটরিং, রিপোর্টিং এবং ডকুমেন্টেশনের ওপর একটি ব্যাপক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করেছে। কার্যকরভাবে প্রকল্পের কার্যক্রম নিরীক্ষণ, অগ্রগতি প্রতিবেদন এবং মানসম্মত ডকুমেন্টেশন কার্যক্রমের দক্ষতা বৃদ্ধি এবং উক্ত বিষয়ে উচ্চতর জ্ঞানার্জনের দিকে লক্ষ্য রেখে প্রশিক্ষণ কার্যক্রমটি পরিচালনা করা হয়। প্রশিক্ষণটিতে প্রকল্পের সমন্বয়কারিগণ, প্রোগ্রাম অফিসার, ফিল্ড ম্যানেজার, মনিটরিং অফিসার, মাস্টার ট্রেইনার, টেকনিক্যাল অফিসার ও সুপারভাইজরগণ অংশগ্রহণ করেন।

মনিটরিং কৌশল, রিপোর্টিং গাইড লাইন, ডকুমেন্টেশনের কৌশল, তথ্য বিশ্লেষণ, তথ্য সংরক্ষণ, তথ্য সংগ্রহ, গুণগত মানসম্পন্ন মনিটরিং এবং মানসম্পন্ন রিপোর্টিং এই উদ্দ্যেশ্যগুলো সামনে রেখে প্রশিক্ষণটির আয়োজন করা হয়। প্রশিক্ষণটি সমন্বয় এবং নেতৃত্ব প্রদান করেন প্রকল্পের কোআর্ডিনেটর (মনিটরিং এন্ড ইভ্যালুয়েশন) শেখ শফিকুর রহমান ও প্রোগ্রাম অফিসার (রিপোর্টিং এন্ড ডকুমেন্টেশন) মো. রিজওয়ান আলম। উক্ত প্রশিক্ষণটিকে ইন্টারএ্যাকটিভ লেকচার, হ্যান্ডআউট, গ্রুপ ওয়ার্ক, অভিজ্ঞতা বিনিময়, কেস স্টাডিসহ বিভিন্ন মানসম্পন্ন ও আন্তর্জাতিকমানের লেকচার ও উপস্থাপনার কন্টেন্ট দিয়ে সাজানো হয় এবং তা সকল প্রশিক্ষণার্থীদের সাথে শেয়ার করা হয়।

উক্ত প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের পাবলিক রিলেশন ডিপার্টমেন্টের পরিচালক কাজী আলী রেজা সেশন উদ্বোধন এবং বিশেষ সেশন পরিচালনা করেন। তিনি তার সেশনে আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন রিপোর্টিং এবং ডকুমেন্টশনের অভিজ্ঞতা তুলে ধরেন এবং রিপোর্টিং এবং ডকুমেন্টেশন প্রক্রিয়া সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য তার মূল্যবান মতামত প্রকাশ করেন।

উক্ত প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের এডুকেশন সেক্টরের যুগ্ম পরিচালক মো. মনিরুজ্জামান উপস্থিত থেকে প্রশিক্ষণার্থীদের উৎসাহ প্রদান করেন এবং মনিটরিং ও রিপোর্টিং-এর গুরুত্ব তুলে ধরেন। প্রকল্প পরিচালক মোদাচ্ছের হোসেন মাসুম সকল প্রশিক্ষণার্থীকে স্বাগত জানান এবং প্রকল্পের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে আলোচনা করেন। উক্ত প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের পাবলিক রিলেশন অফিসার মো. সাইফুল ইসলামসহ অন্যান্যরাও উক্ত প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে সেশন পরিচালনা করেন।

বক্তব্য রাখছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. মুহাম্মদ ফাজলী ইলাহী

আহ্ছানউল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফল সেমিস্টারের ওরিয়েন্টেশন অনুষ্ঠিত

আহ্ছানউল্লা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের ফল-২০২২ সেমিস্টারের ওরিয়েন্টেশন অনুষ্ঠিত হয়েছে শনিবার, ০৬ মে ২০২৩ বিশ্ববিদ্যালয়ের এম.এইচ. খান অডিটরিয়ামে। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে অংশ নেন বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশনের ভাইস-চেয়ারম্যান ইঞ্জিনিয়ার মো. মহিউদ্দিন আহমেদ। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. মুহাম্মদ ফাজলী ইলাহী। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আহ্ছানউল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো ভাইস-চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. মাহবুবুর রহমান ও ট্রেজারার প্রফেসর ড. মোস্তাফিজুর রহমান।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলর নবীন শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে দিক নির্দশনামূলক বক্তব্য প্রদান করেন এবং শিক্ষা জীবনে করণীয় এবং বর্জনীয় বিষয়সমূহ ও নিয়মানুবর্তীতার গুরুত্ব তুলে ধরেন। তিনি বলেন, শিক্ষার্থীদের কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে নিজেকে প্রস্তুত করতে হবে ভবিষ্যৎ বিশ্বের উপযোগী হিসেবে। নিজেদের সময়কে কাজে লাগিয়ে উন্নত মানুষ হিসেবে নিজেকে গড়ে তুলতে হবে। এতে সমাজ, বিশ্ববিদ্যালয় ও দেশের কল্যাণ সাধিত হবে।

মো. মহিউদ্দিন আহমেদ প্রধান অতিথির বক্তব্যে নিজের অভিজ্ঞতার কথা তুলে ধরে শিক্ষার্থীদের সময়কে কাজে লাগানোর পরামর্শ দেন। তিনি সময়ের সাথে নতুন প্রযুক্তি সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

বিভাগীয় প্রধানগণ, অফিস প্রধানগণ, শিক্ষক ও কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ এ সময় উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র কল্যাণ উপদেষ্টা প্রফেসর ড. মো. মিজানুর রহমান।

ডিএফইডি'র ত্রৈমাসিক অগ্রগতি সভায় বিভিন্ন জোনের অগ্রগতি উপস্থাপন করেন জোনাল ম্যানেজারগণ। এসময় উপস্থিত ছিলেন ডিএফইডি'র উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ

ডিএফইডি'র ত্রৈমাসিক অগ্রগতি পর্যালোচনা ও সমন্বয় সভা

গত ৯ মে ২০২৩, ডাম ফাউন্ডেশন ফর ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট (ডিএফইডি)'র ত্রৈমাসিক অগ্রগতি পর্যালোচনা ও সমন্বয় সভা ডিএফইডি'র সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় ত্রৈমাসিক অগ্রগতি উপস্থাপন করেন ঢাকা, খুলনা, চট্টগ্রাম, বরিশাল, পঞ্চগড় ও রাজশাহী জোনের জোনাল ম্যানেজারগণ। ডিএফইডি'র কার্যক্রম এগিয়ে নিতে সকল কর্মকর্তাগণকে দিকনির্দেশনা প্রদান করেন ডিএফইডি'র সিইও মো. আসাদুজ্জামান। উক্ত সমন্বয় সভায় উপস্থিত ছিলেন ডিএফইডির চেয়ারপার্সন প্রফেসর ড. আবু তৈয়ব আবু আহমদ, ডিএফইডি'র ভাইস চেয়ারপার্সন প্রফেসর ড. কাজী শরিফুল আলমসহ সকল এরিয়া ম্যানেজার, জোনাল ম্যানেজার এবং প্রধান কার্যালয়ের সকল কর্মকর্তাগণ।

উক্ত সভা সঞ্চালনা করেন ডিএফইডি'র ডিজিএম (অপারেশন) আর. এম. ফরহাদ।

জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে নোয়াখালীর ভাসানচরে প্রশিক্ষণ

নোয়াখালীর ভাসানচরে বসবাসরত জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুত মিয়ানমারের নাগরিকদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের জন্য, কনজিউমার ইলেকট্রনিক্স বিষয়ে ১ ব্যাচে ২৫ জনের একটি প্রশিক্ষণ বাস্তবায়ন করা হয়েছে। গত ১০-১৪ জুন ২০২৩ এই প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

উদ্বোধনী দিনে প্রশিক্ষণের শুরুতে ঢাকা আহ্ছানিয মিশন ও একলাব প্রতিনিধিরা উপস্থিত সকলকে শুভেচ্ছা জানিয়ে প্রশিক্ষণের সূচনা করেন। প্রশিক্ষক ছিলেন তড়িৎ প্রকৌশলী রবিউল আলম (বিডিআরসিএস) এবং মো. ইয়াসিন আরাফাত আনোয়ার।

প্রশিক্ষণের শুরুতে, প্রশিক্ষক গ্রুপে ফ্লোর পরিচিতি পর্ব শুরু করেন এবং প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করেন।

সৌর শক্তির বেসিক, সোলার সিস্টেম ইনস্টলেশন, ভিডিওর সাথে সংযোগ পদ্ধতি, ইনস্টলেশনের সাথে ব্যবহারিকভাবে পরিচিত, ডিসি এবং এসি উৎস কীভাবে ব্যবহার করতে হয়, সোলার সিস্টেমের সহজ গণনা, ভিডিওর সাথে পরিচিত সিরিজ এবং সমান্তরাল সংযোগ, বিভিন্ন ধরণের বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম বিষয়ে আলোকপাত করা হয়।

প্রশিক্ষণ পরিদর্শন শেষে ক্যাম্প প্রশিক্ষণার্থীরা জানান ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আমরা প্রচুর দক্ষ কর্মী পেয়েছি। প্রশিক্ষণের সার্বিক ব্যবস্থাপনা ছিল চমৎকার।

নোয়াখালীর ভাসানচরে জীবনমান উন্নয়নে কনজিউমারস ইলেকট্রনিক্স-এর উপর প্রশিক্ষণ পরিচালনা করছেন প্রশিক্ষকবৃন্দ

গত ২১ জুন ২০২৩, ঢাকা আহছানিয়া মিশনের উদ্যোগে নোয়াখালীর ভাসানচরে রোহিঙ্গা ক্যাম্পে ১০০ এতিম শিশুদের মাঝে বস্ত্র ও শিক্ষা উপকরণ বিতরণ করা হয়

বিআরটিএ ও ডামের উদ্যোগে ৩৯০ গণপরিবহণ চালককে প্রশিক্ষণ

ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন (সংশোধিত-২০১৩) এর যথাযথ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ রোড ট্রান্সপোর্ট অথরিটি-বিআরটিএ'র উদ্যোগ ও ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন স্বাস্থ্য সেক্টরের সহযোগিতায় রাজধানীর জোয়ার সাহারা বিআরটিসি বাস ডিপোতে ৫ ও ১২ এপ্রিল মোট ৩৯০ জন গণ-পরিবহন চালককে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে।

'পেশাজীবী গাড়ি চালকদের পেশাগত দক্ষতা ও সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ' শিরোনামে আয়োজিত প্রশিক্ষণে পেশাদার গাড়ী চালকদের মাঝে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়ন ও স্বাস্থ্য ক্ষতি বিষয়ক তথ্যচিত্র উপস্থাপন করেন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের স্বাস্থ্য সেক্টরের তামাক নিয়ন্ত্রণ প্রকল্পের প্রোগ্রাম অফিসার অদুত রহমান ইমন। প্রশিক্ষণে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ধুমপানের কুফল, স্বাস্থ্য ঝুঁকি, তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন সম্পর্কে গণপরিবহন চালকদের অবহিত করা হয়। চালক ও চালকের সহকারীদের ধূমপানের ফলে গণপরিবহনে পরোক্ষভাবে ধূমপানের শিকার হন যাত্রীরা, বিশেষ করে নারী ও শিশুরা।

এ সময় ভিডিও চিত্রের মাধ্যমে অংশ্যগ্রহণকারী চালকদের গণপরিবহনে ধূমপানের অপকারিতা বিষয়ে সু-স্পষ্ট ধারণা ও আইনের বাধ্যবাধকতা সম্পর্কে বাস চালকদের সামনে বিস্তারিত উপস্থাপন করা হয়।

গণ-পরিবহন শতভাগ তামাকমুক্ত রাখা ও আইনের বাস্তবায়ন করার লক্ষ্যে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন ও বিআরটিএ-র যৌথ উদ্যোগে প্রতি সপ্তাহেই নিয়মিতভাবে এই প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে।

পবিত্র ঈদ-উল ফিতরের নামাজ পড়ছে আহ্ছানিয়া মিশন শিশুনগরীর শিশুরা

আহ্ছানিয়া মিশন শিশুনগরীতে পবিত্র ঈদ উদ্‌যাপন

প্রতিবছরের ন্যায় এ বছরেও আহ্ছানিয়া মিশন শিশু নগরীর শিশু ও কর্মীরা যথাযোগ্য মর্যাদা, আনন্দ-উৎসাহ ও ধর্মীয় ভাবগম্ভীর্যের সাথে ২২ এপ্রিল ২০২৩ ঈদ-উল ফিতর ও ২৯ জুন ২০২৩ ঈদ-উল আজহা উদ্‌যাপন করেছে।

ঈদ-উল ফিতর

২২ এপ্রিল ২০২৩ দিনের শুরুতেই সকাল ৮.০০ টায় শিশুদের সকালের নাস্তা সেমাই ও মুড়ি খাওয়ানো হয়। ৯.০০টায় শিশুনগরীর নৈতিক শিক্ষকের ইমামতিতে শিশুনগরীর শিশু ও স্টাফগণের সম্মিলিত অংশগ্রহণের মধ্যে দিয়ে ঈদের জামাত অনুষ্ঠিত হয়। জামাতে সকল শিশুরা একসাথে নামাজ পড়ার পর একে অপরের সাথে মতবিনিময় ও কোলাকুলির মাধ্যমে ঈদের শুভেচ্ছা বিনিময় করে। দুপুরের খাবারে পোলাও-এর সাথে বুটের ডাল, সালাদ সেভেন আপ ও মুসলিম শিশুদের জন্য গরুর মাংস এবং হিন্দু ধর্মের শিশুদের জন্য খাশির মাংস দেয়া হয়। বিকেলে সকল শিশুদের নাস্তার সময় একটি করে মিষ্টি ও পেয়ারা ফল দেয়া হয়।

২৩ এপ্রিল ঈদের ২য় দিন সকালের নাস্তায় সেমাই ও মুড়ি খাওয়ানো হয়। এরপর দুপুরে ভাত, ডাল, সালাদ ও মুরগির মাংস খাওয়ানো হয় বিকেলে শিশু বান্ধব সিনেমা দেখানো হয়। এভাবেই ২ দিনব্যাপী ঈদের আনন্দের মাধ্যমে ঈদ উদ্‌যাপনের পরিসমাপ্তি ঘটে।

পবিত্র ঈদ-উল আজহার দিনে উন্নতখাবার গ্রহণ করছে শিশুরা

ঈদ-উল আজহা

২৯ জুন ২০২৩ দিনের শুরুতেই শিশু নগরীর সকল শিশুরা ঈদগাঁ মাঠ এবং ২ ভবনের ডাইনিং সাজিয়ে ঈদের দিন সকাল ৮.৩০ টায় ঈদের জামাত অনুষ্ঠিত হয়। জামাতে সকল শিশুরা একসাথে নামাজ আদায় করে, নামাজ আদায়ের পর সকল শিশুরা একে অপরের সাথে কুশল বিনিময় করে। এরপর মুসলিম ধর্মীয় রীতি অনুযায়ী মহান আল্লাহ্তায়ালার উদ্দেশ্যে ৯:৪৫টায় একটি গরু কুরবানি দেয়া হয় এবং যে ব্যক্তি এই গরু কোরবানি করার জন্য অনুদান দিয়েছেন তার জন্য শিশু নগরীর সকলেই বিশেষ মোনাজাত করে।

দুপুর ১:১৫ টায় পোলাও, বুটের ডাল ও সালাদ এর সাথে মুসলিম ধর্মের শিশুদের গরুর মাংস এবং হিন্দু ও অন্যান্য ধর্মের শিশুদের খাসির মাংস দেয়া হয় এবং সাথে প্রত্যেক শিশুকে একটি করে পানীয় দেয়া হয়। সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত শিশুদের উন্মুক্তভাবে শিশুনগরীর ক্যাম্পাসের ভিতরে চলাফেরা করার অনুমতি প্রদান করা হয়। এছাড়া সারাদিনব্যাপী টিভিতে শিশুবান্ধব সিনেমা প্রদর্শন করানো হয়, বিকেল ৬:৫০ টায় সকল শিশুদের নাস্তার সময় একটি করে আম দেয়া হয়।

মানবপাচার থেকে উদ্ধারকৃত ব্যক্তিদের সেবায় সহজপন্থা

এম এম রেজা লতিফ, প্রজেক্ট কো-অর্ডিনেটর, এফএসটিআইপি প্রকল্প, ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন ইউএসএআইডি'র আর্থিক সহযোগিতা এবং উইনরক ইন্টারন্যাশনাল-এর কারিগরি সহায়তায় 'ফাইট স্লেভারী এন্ড ট্রাফিকিং ইন পারসনস' এ্যাকটিভিটি প্রকল্পের আওতায় একটি জেলা সার্ভিস রেফারেল ডিরেক্টরি গত ২৬ জুন ২০২৩ বাগেরহাট জেলা প্রশাসনের সার্বিক সহযোগিতা ও তত্ত্বাবধায়নে উন্নয়ন করা হয়েছে এবং এ উপলক্ষ্যে আয়োজিত এক কর্মশালায় ডিরেক্টরিটি চূড়ান্ত হবার পর তা বাগেরহাট জেলা বাতায়নে আপলোড করা হবে মর্মে বাগেরহাট জেলা প্রশাসন কতৃপক্ষ আশ্বস্ত করেছেন।

কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন হাফিজ আল-আসাদ, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) বাগেরহাট, বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ইব্রাহিম খলিল, সিনিয়র সহকারী জজ, জেলা ও দায়রা জজ আদালত, বাগেরহাট। কর্মশালায় সভাপতিত্ব করেন, মো. মাহবুব হাসান, রিজিওন্যাল কো-অর্ডিনেটর, উইনরক ইন্টারন্যাশনাল, কর্মশালাটি পরিচালনা করেন, এম এম রেজা লতিফ, প্রজেক্ট কো-অর্ডিনেটর, এফএসটিআইপি প্রকল্প, ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন। উক্ত কর্মশালায় মোট ২৫ জন (পুরুষ-২১ এবং নারী- ০৪) সরকারি ও বেসরকারি সেবাদানকারি প্রতিষ্ঠানের পক্ষে প্রতিনিধিত্ব করেন।

এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, জেলা রেফারেল সার্ভিস ডিরেক্টরি উন্নয়ন করার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে, যেহেতু একজন ভিকটিম/সারভাইভারের সমাজের মুল স্রোতধারায় ফিরে আসতে আবাসন, খাদ্য, বস্ত্র, চিকিৎসা, কাউন্সেলিং, জীবন দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ, কারিগরি প্রশিক্ষণ, আর্থিক সহায়তা, ঋণ সহায়তাসহ নানামুখি সেবার প্রয়োজন হয়, যা এককভাবে কোন সরকারি, বেসরকারি বা প্রাইভেট সেক্টরের পক্ষে নিশ্চিত করা সম্ভব নয় বিধায়, রেফারেল প্রক্রিয়া সমন্বিত সেবায় প্রবেশাধিকারের ক্ষেত্রে অনন্য ভূমিকা পালন করতে পারে। সুতরাং কোথায় কোন সেবা কীভাবে পাওয়া যাবে তা জেলা রেফারেল সার্ভিস ডিরেক্টরির সহায়তায় সেবাগ্রহণকারী/সেবাপ্রদানকারী সহজে প্রয়োজনীয় সেবায় প্রবেশ করতে পারবে।

দিনাজপুরে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের এডভোকেসি সভা

দিনাজপুর সিভিল সার্জন অফিসে ঝুঁকিপূর্ণ পুরুষ ও হিজড়াদের চিকিৎসাসেবা প্রদান বিষয়ক এডভোকেসি সভায় অতিথিবৃন্দ

প্রকল্পের বিভিন্ন কার্যক্রমের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ 'ঝুঁকিপূর্ণ পুরুষ ও হিজড়া' জনগোষ্ঠীর চিকিৎসাসেবা প্রদান করা। এর অংশ হিসেবে দিনাজপুর জেলায় ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের উদ্যোগে অ্যাডভোকেসি সভার আয়োজন করা হয়।

২২ জুন, ২০২৩ দিনাজপুর সিভিল সার্জন অফিসের শহীদ ডা. আব্দুল জব্বার মিলনায়তনে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের বাস্তবায়িতব্য কাজের অংশ হিসেবে জনপ্রতিনিধি, ধর্মীয় নেতা, আইনজীবী, সাংবাদিক, জেলা পর্যায়ের সংশ্লিট জিও-এনজিও কর্মকর্তা, স্বাস্থ্য বিভাগের মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারীর অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত অ্যাডভোকেসি সভায় সিভিল সার্জন ডা. এ এইচ এম বোরহান-উল-ইসলাম সিদ্দিকী-এর সভাপতিত্বে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন এডিএম মো. মেহেদী হাসান। বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন ডেপুটি সিভিল সার্জন ডা. শাহ মুহাম্মদ শরীফ ও দিনাজপুর কোতোয়ালী থানার পুলিশ পরিদর্শক (নিরস্ত্র) বিশ্ব নাথ দাশ গুপ্ত ।

অ্যাডভোকেসি সভায় প্রজেক্টের মাধ্যমে প্রেজেন্টেশন করেন দিনাজপুর দি গ্লোবাল ফান্ড প্রজেক্টের ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন-দিনাজপুর এর সাব-ডিআইসি ইনচার্জ মো. জাহাঙ্গীর আলম।

সিভিল সার্জন অফিসের সিনিয়র স্বাস্থ্য শিক্ষা অফিসার মো. সাইফুল ইসলাম-এর সঞ্চালনায় আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন PWID Project-এর দিনাজপুরের আউটলেট ম্যানেজার মো. মোজাম্মেল হক, এফএসডব্লিউআই-দিনাজপুর-এর আউটলেট ম্যানেজার রীমা নন্দী ও ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালের চিকিৎসকগণ, বিভিন্ন এনজিও কর্মীসহ গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ।

কীভাবে হিজড়া ও পুরুষ যৌন কর্মীদের কোন বৈষম্য ছাড়াই এসটিআই এবং এইচটিআইসহ স্বাস্থ্যসেবার আওতায় এনে তা নিশ্চিত করা যায়- বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন অ্যাডভোকেসি সভার অংশগ্রহণকারীরা।

শোক সংবাদ

গত এপ্রিল থেকে জুন ২০২৩ এই সময়ে মধ্যে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন পরিবারের সাথে বিভিন্ন সময় যুক্ত ৫ জন শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি পরলোক গমন করছেন। ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন বার্তার পক্ষ থেকে তাদের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করা হচ্ছে ও তাদের শোক সন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানানো হচ্ছে।

আলহাজ্জ মুহাম্মদ সেলিমউল্লাহ

আলহাজ্জ মুহাম্মদ সেলিমউল্লাহ

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন এবং নলতা কেন্দ্রীয় আহ্ছানিয়া মিশনের সাবেক সভাপতি, জেসন গ্রুপের চেয়ারম্যান আলহাজ্জ মুহাম্মদ সেলিমউল্লাহ গত ৩০ এপ্রিল, ২০২৩ রাত ২টায় চিকিৎসাধীন অবস্থায় ইন্তেকাল করেন (ইন্না ---- রাজিউন)। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রীসহ একপুত্র, তিন কণ্যা ও অসংখ্য গুণগ্রাহী রেখে গেছেন। তার নামাজে জানাজা সোবহানবাগ জামে মসজিদ এবং ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন ধানমন্ডি কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়। তাঁর মৃত্যুতে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন পরিবার গভীরভাবে শোকাহত ও মর্মাহত।

হেনা আহমেদ

হেনা আহমেদ

মুন্সীগঞ্জের হেনা আহমেদ হাসপাতালের দাতা হেনা আহমেদ ২ মে ২০২৩ দুপুরে ৮৫ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন (ইন্না ..... রাজিউন)। মৃত্যুকালে তিনি স্বামী, লন্ডন প্রবাসী দুই পুত্র সন্তান, নাতি নাতনীসহ বহু গুণগ্রাহী রেখে গেছেন। ৪ মে ২০২৩, মুন্সিগঞ্জের হাঁসাড়া ইউনিয়নের আলমপুর গ্রামে হেনা আহমেদ হাসপাতাল প্রাঙ্গনে সকালে জানাজার নামাজ ও দাফন সম্পন্ন হয়। তাঁর মৃত্যুতে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের ও হেনা আহমেদ হাসপাতালের কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ গভীরভাবে মর্মাহত ও শোকাহত। উল্লেখ্য হেনা আহমেদ হাসপাতালটি পরিচালনা করছে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন।

কাজী ইকবাল হোসেন

কাজী ইকবাল হোসেন

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের সাবেক যুগ্ম সম্পাদক কাজী ইকবাল হোসেন ৫ জুন, ২০২৩ সন্ধ্যায় ঢাকাস্থ নিজস্ব বাস ভবনে ইন্তেকাল করেছেন। (ইন্না লিল্লাহি ... রাজিউন)। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, দুই পুত্র ও নাতী-নাতনীসহ অসংখ শুভাকাঙ্খী রেখে গেছেন। ৬ জুন ২০২৩ সাতক্ষীরার লবসা পারিবারিক কবরস্থানে তাকে দাফন করা হয়। কাজী ইকবাল হোসেনের শোক সন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন এবং মহান আল্লাহ্ তায়ালার নিকট তাঁর বিদেহী আত্মার শান্তি ও মাগফিরাত কামনা করেছে ঢাকা আহছানিয়া মিশন পরিবার।

আকরাম হোসেন

আমাদের দীর্ঘদিনের সহকর্মী আহ্ছানিয়া মিশন মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুর্নবাসন কেন্দ্র, যশোরের কেস ম্যানেজার আকরাম হোসেন ৭ এপ্রিল ২০২৩ রাতে ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব নিউরোসায়েন্সেস হাসপাতালে ইন্তেকাল করেছেন (ইন্না লিল্লাহি ... রাজিউন)। তিনি স্ত্রী, এক পুত্র সন্তান ও অসংখ্য শুভাকাঙ্ক্ষী রেখে গেছেন। তাঁর বিদেহী আত্মার প্রতি মাগফেরাত কামনা

আকরাম হোসেন

ও শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানিয়েছে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন পরিবার।

প্রফেসর ড. মাওলানা এ.আর.এম. আলী হায়দার মুর্শিদী

প্রফেসর ড. মাওলানা এ.আর. এম. আলী হায়দার মুর্শিদী

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন পরিচালিত আহ্ছানিয়া ইনস্টিটিউট অব সূফীজমের পরিচালনা পর্ষদের অন্যতম সদস্য ও 'হজ্ব ফাইন্যান্স কোম্পানী লিমিটেড'-এর শরীয়া কাউন্সিলের সদস্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের সাবেক অধ্যাপক ও চেয়ারম্যান, বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ ও সূফী দার্শনিক প্রফেসর ড. মাওলানা এ.আর.এম. আলী হায়দার মুর্শিদী গত ৫ মে ২০২৩ শুক্রবার সন্ধ্যা ৭:০০ টায় ইন্তেকাল করেন (ইন্না লিল্লাহি .. রজিউন)। তিনি স্ত্রী, দুই পুত্র, তিন কণ্যা ও অসংখ্য গুণগ্রাহী রেখে গেছেন। তাঁর মৃত্যুতে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন পরিবার গভীরভাবে শোকাহত ও মর্মাহত এবং তাঁর বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনা করছে।

আহ্ছানিয়া মিশন ক্যান্সার এন্ড জেনারেল হসপিটাল

মিরপুর, ঢাকা।

(ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের একটি প্রতিষ্ঠান)

প্লট নং-এম-১/বি এবং এম-১/সি, সেকশন-১৪, খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা সড়ক, মিরপুর, ঢাকা-১২০৬।

ফোন: ৪৮০৪০১২৮, ৫৮০৫৫৯৬২, ৫৮০৫৩০৯১, ০১৭৩২-১৪৮৯১৯, ০১৭৬২-০২৯৫২৬

E-mail: amcgh.mirpur@gmail.com, Website: http://www.ahsaniacancer.org

আমরা আপনার স্বাস্থ্যসেবায় ২৪ ঘন্টা নিয়োজিত

- গরীব রোগীদের জন্য বিনামূল্যে ঔষধ বিতরণ
- ২৪ ঘণ্টা জরুরি বিভাগ এবং মিনি অপারেশন থিয়েটারে অপারেশনের ব্যবস্থা
- জরুরি বিভাগে প্রয়োজনে অনকল বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের চিকিৎসা গ্রহণের ব্যবস্থা
- হাসপাতালের ওয়ার্ড, কেবিন ও পি.সি.ইউ-তে ২৪ ঘণ্টা রোগী ভর্তির ব্যবস্থা
- অত্যন্ত স্বল্পমূল্যে আই.সি.ইউ-তে সেবা গ্রহনের ব্যবস্থা
- অভিজ্ঞতাসম্পন্ন অনকোলজিস্টের পরামর্শ ও চিকিৎসায় ক্যান্সার রোগ নির্ণয় ও চিকিৎসা
- প্রায় সার্বক্ষণিক কার্ডিওলজী, মেডিসিন ও সার্জারী বিষয়ে বিশেষজ্ঞ পরামর্শ
- স্ত্রীরোগ বিভাগে গাইনী অপারেশন এবং ডেলিভারী ও সিজারের ব্যবস্থা
- আন্তর্জাতিক মানের কেমোথেরাপী ডে-কেয়ার সেন্টার
- ২টি আধুনিক অপারেশন থিয়েটারে, জেনারেল সার্জারী, অনকোসার্জারী, অর্থোপেডিক,
- ই.এন.টি ইত্যাদি বিষয়ের সার্বক্ষণিক অপারেশনের ব্যবস্থা
- স্বল্পমূল্যে ইকোকার্ডিওগ্রাফীসহ ফুল-বডি চেকআপের ব্যবস্থা

মিরপুর আহ্ছানিয়া মিশন ক্যান্সার এন্ড জেনারেল হসপিটালে আপনাকে স্বাগতম

শিক্ষানগরী রাজশাহীতে প্রথম বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

আহ্ছানিয়া মিশন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

AHSANIA MISSION UNIVERSITY OF SCIENCE & TECHNOLOGY

(গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ও ইউজিসি অনুমোদিত, ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের একটি প্রতিষ্ঠান)

টিউশন ফির ৭৫% ছাড়ে

ভর্তি চলছে

প্রোগ্রামের নাম:

- B.Sc. in Civil Engg.
- B.Sc. in CSE
- B.Sc. in EEE
- BA in English
- BBA
- EMBA

" A Sister Concern of Ahsanullah University of Science & Technology, Dhaka"

৫৪/১-২, মির্জাপুর, বিনোদপুর বাজার, মতিহার, রাজশাহী-৬২০৬
www.amust.ac.bd, email: amust.dam@gmail.com
মোবাইল: ০১৬০১৭৮৪৩২৩, ০১৬১৬৬৬১৮৭১

আহ্ছানউল্লা ইউনিভার্সিটি অব সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি

AHSANULLAH UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLY

(Sponsored by the Dhaka Ahsania Mission and approved by the Government of the People's Republic of Bangladesh)

Ahsanullah University of Science and Technology is engaged in developing human resources in the fields of science, engineering, technology and business to meet the ever-changing needs of the society in the perspective of the highly complex and globalized world. The curricula of the university are designed to produce quality graduates imbued with the spirit of ethical values and equipped with knowledge and skills appropriate to their professional fields. AUST was founded by the Dhaka Ahsania Mission, a non-profit voluntary organization established in 1958 by Khan Bahadur Ahsanullah, an outstanding educationist and social reformer of the subcontinent.

Offered programs : B.Sc.in Civil Engg,B.Sc in Computer Science and Engg, B.Sc in Electrical and Electronic Engg, B.Sc in Textile Engg,B.Sc in Mechanical Engg, B.Sc in Industrial and Production Engg, B. Arch, B.B.A, M.Sc in Civil Engg, M.Sc in Electrical and Electronic Engg,M. Arch,M.Sc in Mathematics, EMBA and M.B.A

Details our website : www.aust.edu

10617

মিশন বার্তার নতুন পথচলায় আমাদের

শুভকামনা

দেশের অন্যতম প্রধান বেসরকারি
এই হাসপাতালে দেশবরেণ্য বিশেষজ্ঞ
চিকিৎসকদের তত্ত্বাবধানে কম খরচে
ক্যান্সারসহ সব ধরনের রোগের
আন্তর্জাতিক মানের চিকিৎসা সেবার
নিশ্চয়তা

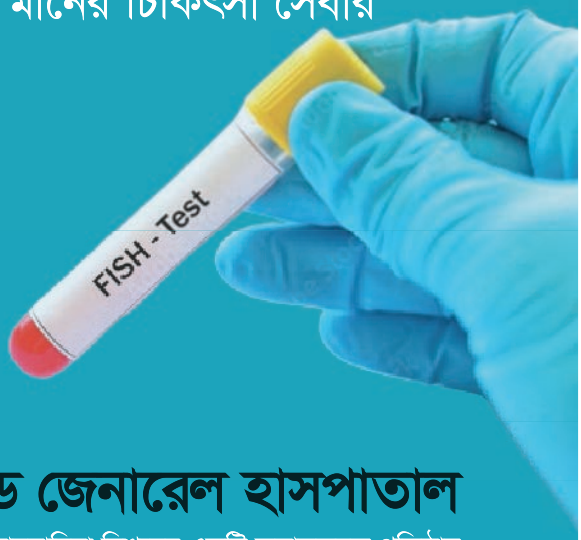

আহ্ছানিয়া মিশন ক্যান্সার এন্ড জেনারেল হাসপাতাল

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের একটি অলাভজনক প্রতিষ্ঠান

প্লট-০৩, এম্ব্যাংকমেন্ট ড্রাইভওয়ে, সেক্টর-১০, উত্তরা মডেল টাউন, ঢাকা-১২৩০

+৮৮০২- ৫৫০৯২১৯৬-৭ ০১৮৪৭ ৩৫৯২০১ www.amcghbd.org info@amcghbd.org /ahsaniacancer

আহ্ছানিয়া মিশন বার্তা
রেজিঃ নং ৬০/৭৯ ॥ বর্ষ ৪৫ ● সংখ্যা ২ ● এপ্রিল-জুন ২০২৩

অগ্রযাত্রার ১৫ তম বর্ষে আমাদের সকল গ্রাহক ও শুভানুধ্যায়ীর
প্রতি রইল আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন

আমাদের শরিয়াহ্ ভিত্তিক সেবাসমূহ

আমানত সেবাসমূহ ঃ

=> আল ওয়াদিয়া হজ্ব সঞ্চয় হিসাব
=> মুদারাবা সঞ্চয় হিসাব
=> মুদারাবা মাসিক হজ্ব সঞ্চয় হিসাব (১-৩০ বছর)
=> মুদারাবা মাসিক সঞ্চয় হিসাব (১-১৫ বছর)
=> মুদারাবা মেয়াদী আমানত হিসাব (৩ মাস/৬ মাস ও ১-৩ বছর)
=> মুদারাবা মুনাফা উত্তোলনযোগ্য মেয়াদী আমানত হিসাব (১-৩ বছর)
=> মুদারাবা দ্বিগুন মুনাফা ভিত্তিক মেয়াদী আমানত হিসাব

অর্থায়ন সেবাসমূহ ঃ

=> হজ্ব পালনে অর্থায়ন
=> ব্যক্তিগত ও বাণিজ্যিক বাড়ি/ফ্ল্যাট/ফ্লোর নির্মাণ, ক্রয় ও সংস্কারের জন্য অর্থায়ন
=> আসবাবপত্র ও গৃহসামগ্রী ক্রয়ে অর্থায়ন
=> বাণিজ্যিক ও ব্যক্তিগত গাড়ি ক্রয়ে অর্থায়ন
=> শিল্পে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি ক্রয়ে অর্থায়ন
=> ব্যবসা বাণিজ্যের জন্য চলতি মূলধনে অর্থায়ন
=> ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প, কৃষি খাতে অর্থায়ন ইত্যাদি

১৫ বছরের পথচলায়
সেবার মানে আমরা আরও একধাপ এগিয়ে

Save for Hajj. হজ্বের জন্য সঞ্চয়
হজ্ব ফাইন্যান্স কোম্পানী লিমিটেড
(বাংলাদেশ-মালয়েশিয়া যৌথ উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত শরিয়াহ্ ভিত্তিক একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান)
প্রধান কার্যালয়ঃ ৭২, দিলকুশা বা/এ, ঢাকা-১০০০। ফোনঃ ৫৭১৬৪৬৭২, ৪৭১১৯৩৮৮
www.hajjfinance.net

CELEBRATING 15 TH ANNIVERSARY (2007 - 2022)

গ্রাহক হওয়ার নিয়মাবলী : বছরে যে কোন সময় আহ্ছানিয়া মিশন বার্তার গ্রাহক হওয়া যায়। প্রতি সংখ্যার মূল্য ২৫.০০ (পঁচিশ) টাকা।
সম্পাদক, আহ্ছানিয়া মিশন বার্তা, ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন, বাড়ি-১৯, সড়ক-১২, ধানমন্ডি আ/এ, ঢাকা-১২০৯, ফোন : ৫৮১৫৫৮৬৯, ৯১২৭৯৪৩, ৯১২৩৪০২, ৯১২৩৪২০